যেখানে উৎকীর্ণ ছিল

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

JEKHANE UTKEERNA CHHILO

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪১৮

গ্রন্থসত্ত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
কালপ্রতিমা
আশাবরী
এফ ৩ বি এস কে দেব রোড
কলকাতা - ৭০০০৪৮

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

রচনা ১৯৮৭

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠরি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

বন্ধু

ছায়া যতো দীর্ঘ হয়ে আসে ততো অজস্র স্মৃতির চাপ
বুক জুড়ে থম থম ক'রে ওঠে, সজল হয়ে উঠতে থাকে চোখ
সদামৃত বন্ধু ঘুম ভাঙিয়ে গান গায়, বন্ধুদের আভা লেগে
আলোকিত হয়ে ওঠে ধূসর হৃদয়, দুঃখে দীর্ণ মানুষ
শীর্ণ হাতে চেপে ধরে হাত, থেমে যায় হৈ হল্লা, কী সুন্দর
পেরিয়ে যায় সাঁকো পেরিয়ে যায় খরস্রোতা সময়
ওদের প্রতিজ্ঞার ফলায় রোদ্দুর ও আগুনের উত্তাপ
ছায়া যতো দীর্ঘ হয়ে আসে ততো এক আলোকিত সকাল
এক রক্তিম প্রতিভা চুপিসাড়ে মাটির গভীরে গোপন করে
আমার তামসগুণ্ঠন, আবৃত করে কবিতার ভুবন
ছায়া যতো দীর্ঘ হয়ে আসে ততো বন্ধুর সকরুণ হাত ভেঙে দেয়
আমার কান্নার কলস প্রেমের দুর্বল ললিত বিলাস।

দিন গিয়েছে

আর মানায় না কোনো নদীর প্ররোচনায় কষ্ট পাওয়া
দিন গিয়েছে তারার আলোর পথ চিনে সেই রাত্রে যাওয়া
কুড়িয়ে নেওয়া কিছু হয়ে নিচু পথের হাজার ভিড়ে—
দুঃখ টুঃখ? হাততালি দেয় পাগলা পথের ফানুস ছিঁড়ে।
মান অভিমান? হাসছে হলুদ স্বর্ণলতায় ছন্ন ছাতিম
কেন্দ্রাভিমুখ ধৈর্য নিয়ে রায় দিয়েছে মস্ত হাকিম ঃ
চলবে না আর চেষ্টা অমন কষ্ট করে স্নায়ুর ভিতর
অনাবশ্যক পরিভ্রমণ শাস্তি হবে যথাবিহিত।
দিন গিয়েছে মাঠ গিয়েছে পথ গিয়েছে জলের মতন
জল গিয়েছে অনেক এখন ভয় দেখাচ্ছে অবচেতন
কিসের জন্যে তাহলে এই রক্তক্ষত গেরস্থালি
এ হাত খালি ও হাত খালি বুকের ভেতর বাহির খালি
তাহলে আর কিসের জন্য ভিড়ের ভিতর মুন্সিয়ানা
দিন গিয়েছে, ও অভিমান, প্রবেশ নিষেধ, হাসতে মানা
ও নদীজল, কিশোর বেলা, ও ভাঙা গ্রাম, বুকের ক্ষত
আর মানায় না জড়িয়ে ধরা লতার মতো অব্যাহত।

অন্ধকারে জলে

কলম ডুবোই অন্ধকারে কলম ডুবোই জলে
তাই কবিতায় এমন ফাঁকি বন্ধুরা সব বলে।
সাধ ছিলে তো হীরের কলম ভ'রে সোনার কালি
ভরিয়ে দেব বাগান যেমন ভরায় উড়ে মালি।
মেঘ করেছে ঝড় উঠেছে ভেঙেছে ঘরদোর
পথ করেছি সার মাঝি তাই বৈঠা দে না তোর
সামনে জলের পথ সোজা জল ডাইনে এবং বাঁয়ে
কলম ডুবোই পরাণসখা তোমার নিবিড় নায়ে।

কবিরা গেছে

কবিরা গেছে কলকাতায় ও নদী বলো কথা
কবিরা গেছে কলকাতায় ও পাখি কথা বলো
জোনাকি ভাঙো অন্ধকার দীর্ঘ নীরবতা
ও ভাঙা গ্রাম ও কাঁটালতা ও দীঘি ছলোছলো
ফেলেছি দেখো কলম নিব ফেলেছি দেখো কালি
দু'পায়ে ধুলো সেই রকম পোশাকহীন দেহ
ও শিশু ঝাউ তেমনি দাও দুহাতে করতালি
কবিরা গেছে কলকাতায় কোথাও নেই কেহ।

বিশ্বাস

আমার বিশ্বাস ভেঙে গড়িয়ে দিয়েছ এই লাল
রাত্রির প্রান্তরময়, তাই জবাকুসুম সঙ্কাশ
তোমার ভোরের সূর্য, পরাগসম্ভব ভীরু নদী
তাই রক্তস্ফীত শিরা ছিঁড়ে ফেলে কৃষ্ণচূড়া জ্বলে
গ্রামান্তের সমতলে পাহাড়ে জঙ্গলে রাশি রাশি
জ্বালিয়ে রেখেছে বুকে মানুষেরা অন্ধকারে পরিত্রাণহীন।

পথ ছেড়ে

সবাই মুখের দিকে তাকায়।
আমি তো জ্ঞানত কোনো ক্ষতি কারো করিনি, তবুও
পথে বেরোলেই দেখি মুখ তুলে তাকায় সকলে।
আমি অপ্রতিভ পথ ছেড়ে দিয়ে চলি
নদীর নিকটে গিয়ে জেনে নিই এই গূঢ় রহস্যের মানে।
বুড়ো পেঁচা এসে বলে : ভয়
মিথ্যে অহেতুক তোমাকে কাঁপায় সর্বক্ষণ।
আমাকে আচ্ছন্ন করে জলেদের নিরঞ্জন মন।

মানা

একদা এই বাগান তোমার জন্যে গোলাপ সূর্যমুখী
দু'হাত ভ'রে তুলতো এখন ছন্নছাড়া জনমদুখী
একদা এই সামান্য ঘর তোমায় পেলে যৎসামান্য
সসাগরা উঠতো ভ'রে নিয়ে অগাধ ধন ও ধান্য
এখন ধুলো বালি বাবুই দুয়ার জুড়ে ধরেছে উই
বাতাস লুটোয় দাওয়ায় লোনা ক্ষয় ক'রে যায় পাঁজরখানা
একদা এই ভালবাসায়, পাষাণ, তোমার আসতে মানা?

দাহ

যাবো কোথায় যাবো কোথায় ফেরালে একি রাতে!
মূর্ছা যায় নিরপরাধ অন্ধকার নদী
ছিন্নমূল হৃদয় আজ ভাসেরে জলে একা
হাসেরে চাঁদ আকাশে গাঢ় ও পটভূমি জুড়ে।

যাবো কোথায় যাবো কোথায়, মৃত্যু, বলো দেখি?
পৃথিবী বড় হৃদয়হীন মমতাহীন তবু
রক্তে ভাসে ভাসায় পোড়ে রোদনে যায় ফাগুন
জীবন যার গিয়েছে পুড়ে কী হবে তার, আগুন?

পদ্যগদ্য

এ সুখ তোমার? কই এ সুখে সোনার জলে নাম লেখা নেই!
এ দুখ তোমার? এ দুখে কই পাথর কেটে নাম লেখা নেই!
এ ভুল তোমার? কই এ ভুলের শিকড়ে তো নাম লেখা নেই!
আমরা তোমায় হীরের কলম সোনার কালি দিয়েছিলাম
হাজার পদ্য গদ্যে তোমার নাম লেখা নেই নাম লেখা নেই
কী নাম কী নাম খুঁজতে খুঁজতে জীবন মৃত্যু ছাড়িয়ে এলাম।

এখনো

এখনো আমি পারিনি দিতে মাকে আমার
হারানো ভাই ফিরিয়ে তাই সারাটা দিন
এভাবে বনে পাহাড়ে, আমি এখনো তার
দেখিনি জোটে পুরো আহার, বাঁচা কঠিন।

এখনো আমি পারিনি দিতে মাকে আমার
হারানো বোন ফিরিয়ে তাই সারাটা রাত
এভাবে কড়া নেড়েছি পথে ঘন আঁধার
আগুন চোখ বরফ চোখ নখরাঘাত।

এখনো আমি পারিনি সেই ভাঙা সেতু
বানাতে ধান ফলাতে যত চরাচরে
নিজেকে ফাঁকি দিয়েছি আর সেই হেতু
ঢেকেছি মুখ বিবৃতির পরপারে

এখনো ভাঙা ভূলুণ্ঠিত আহত গ্রাম
কোটরাগত চোখেরা চেয়ে আছে যে রোজ
আমরাই মুখে, শুধায় শুধু আমারই নাম
কথা কি কিছু দিয়েছি, বল মন অবোধ।

আবহমান

একটি নীল কবিতার শিখা
জ্বালিয়ে রেখেছে আজও ক্ষিধে।

ভয়

এখানে যায় সেখানে যায়
আবার উড়ে আসে
আবার তার অন্ধকার
বেদনাময় জীর্ণতার
বাসাটি ভালবাসে।

এখানে যায় সেখানে যায়
কুড়োতে কড়কুটো
মাটির এই পৃথিবীতে
সামান্য খড়কুটো নিতে
দারুন ভয় কখন হয়
গুলিতে বুক ফুটো।

প্রতিক্রিয়া

আকাশ ক্রমে উঠছে তেতে
পুড়ছে ধূসর পথের ধুলো
তাইকি বুকের পাঁজর পেতে
আদ্যিকালের মন্ত্রগুলো

আওড়াতে অভ্যস্ত হচ্ছো?

চিরকাল

ভালবাসলে এই রুক্ষ কাঁকরই ফলাবে শুধু সোনা
ভালবাসলে এই শুকনো মৃত নদী স্রোতস্বিনী হবে
ভালবাসলে এই ছুরি ঝ'রে পড়বে ধুলোবালি হয়ে
ভালবাসলে বৃষ্টি হবে সারাদিন বৃষ্টি হবে শুধু বৃষ্টি হবে।
পৃথিবী পেতেছে তার তৃষ্ণার্ত ব্যাকুল করতল
কাঙালের মতো এই ভালবাসা চেয়ে চিরকাল।

লেখা

যখন উপচে পড়া দুপুর গনগনে রাত্তির
তখন আসেনি।
যখন অন্বেষণে হন্যে চোখে সার্চলাইট
তখন আসেনি।
যখন পাতার পর পাতা পাতার পর পাতা
শাদা আর শাদা
যখন ওদের আঁচ লেগেছে শরীরে সারারাত
মাথায় পাথর
তখন আসেনি তখন আসেনি তখন আসেনি
যেন তামাশা—

এখন যখন সময় নেই এসে হল্লা করে
সমস্ত শাদা পাতায় কালি ঢেলে দেয়
আমি নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে দেখি
ওদের সঙ্গে উড়ে যেতে থাকি পুড়ে যেতে থাকি।

কে জানে

এর নাম কি শূন্যতা?
এর নাম কি জীবন?
আমি কিছুই জানি না।
তত্ত্ব বড় জটিল বড় শুষ্ক
মাথায় ঢোকে না কোনোদিন
চিরকাল শুধু বুক জুড়ে
একটি ধূপ পুড়ছে আর
একটি নির্বন্ধের মতো পাখি
ব'সে আছে তো আছেই।
এর নাম কী কে জানে।

ঘরকুনো

যতই তাকে সভায় ডাকো সভ্য করো
ঘরকুনো তার স্বভাব তাকে বন্দী করে
যতই তাকে সহজ ক'রে বলতে বলো
সহজ কথা বুকের মধ্যে গুমরে মরে।

এর জন্যে

এর জন্যে
শুধু এর জন্যে এত পথ
পথ থেকে পথ
গ্রাম থেকে গ্রাম
শহর থেকে শহর
এর জন্যে
নৌকো থেকে সাঁকো
সাঁকো থেকে ঘোড়া
ঘোড়া থেকে পায়ে
ডাইনে পাহাড়
বাঁয়ে নদী
পিছনে জঙ্গল
সামনে ফাঁকা
তারপর ঘূর্ণী
ধুলো আর বালি
পাতা আর ঘাস
আর খড়
এর জন্যে
অসুখ অবহেলা অপচয়
তাপ দাবদাহ জ্বালা
ফাটল ফোয়ারা করিডোর
সন্ন্যাস মৃত্যুবীজ জলপাতাল
দিনরাত রাতদিন
শিরা আর উপশিরা বেয়ে
ঘূর্ণ্যমান
এর জন্যে

এত দৃশ্যভূমি ছন্দ
ভাসমান ভয়
আগুনের হল্কা
সিসের টুকরো
আর গান
আর বসন্ত
আর আলুথালু
বৃষ্ণচূড়া
চৈত্র
শালবন
পিপাসা
অশ্রুবাষ্প
পাথর
গীতগোবিন্দ
শুধু এর জন্যে
এই প্রবেশ
এই প্রস্থান
এই গ্রহণ
এই বর্জন
এই জন্ম
এই মৃত্যু
এই আনন্দ
এই বেদনা
এই করোটি
এই কঙ্কাল
শত শত মাইল
এর জন্যে

ব্যাকুলতা

শাদা পাতাগুলি ভষরে যায়।
অথচ যা বলতে চাই আজও
আসে না তা শব্দে ভর করে।
কী ছিল বলার? কোন কথা?
কিছুতেই মনে যে পড়ে না
অথচ ভীষণ ব্যাকুলতা
ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে আমাকে।
বৃথাই কেটেছে দিনরাত
কলঙ্কিত শাদা পাতাগুলি
কাকে কী শোনাব বলে আজও
খুঁজে ফিরি রোদ্দুরের তুলি।
খুঁজে ফিরি পথে পথে গান
ভাসাই পাতার বেলা জলে
অরুণোদয়ের অভিমান
কেন যে পাহাড় থেকে গলে!
আমি কিছু বুঝি না, আমার
ব্যর্থতায় শুধু বৃষ্টি ঝরে
রাত্রি ঝরে জন্ম ঝ'রে যায়
উড়ে যায় শাদা পাতাগুলি।

বেজে উঠেছে

কতোদিন ধ'রে ধুলো জমেছে ঘরে দোরে
জানালা বন্ধ জানালা খোলা দরজা
বন্ধ দরজা খোলা হাওয়া আর হাওয়া
বুড়িয়ে যাওয়া ঝাউ ফুরিয়ে যাওয়া গল্প
মুড়োনো নটে উই কাঁটালতা শীত
আর পাতা হলুদ লাল বাদামী পাতা
ভাঙা ডিস চায়ের কাপ টুথব্রাশ শূন্য তার
দেওয়ালে হাতি পাখি মাছের মতো আঁকিবুকি
চেয়ারের ভাঙা হাতল, গানের কলির মতো
স্মৃতির ধুলো জমেছে কতোদিন ধ'রে আর
পুড়তে পুড়তে শাদা হয়ে ওঠা হাড়ে বেজে উঠেছে
সহসা সেই ঘরের জন্যে কান্না।

যাওয়া

দমবন্ধ ক'রে ব'সে থাকি ভুলে থাকি ঘুরে বেড়াই।
আমি যাকে চেয়েছিলাম সে আসেনি।
আমি যাকে ডেকেছিলাম সে আসেনি।
যার উদ্দেশে এত আগুন এত জল এত পাথর
সে আসেনি সে আসেনি সে আসেনি।
তাই এই বিলাপ এই অপচয় এই যাওয়া
তোমরা বৃথাই মুখের দিকে তাকিয়ে আছো।

এক স্বভাবে

এক স্বভাবে কাটিলো সকাল দুপুর বিকেল
পান্থ, তোমার পথ কতদূর? সন্ধে হলো
এক স্বভাবে কাটিলো তোমার সারাজীবন
আর কতদূর আর কতদূর জানতে ব্যাকুল
ডাকলো পাখি বুকের ভিতর, পান্থ তুমি
এক স্বভাবে একলা রইলে নিজের সঙ্গে।

মুখের দিকে তাকিয়ে আছে

মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিকেল বেলা।
কথা ছিল না কিছুই তবু তাকিয়ে আছে
মুখের দিকে আগুনচোখে বিকেল বেলা
সকালবেলার দুপুরবেলার হিসেব চেয়ে।
কথা ছিল না কিছুই আমার কথা ছিল না
কিছুই, কেবল অনন্যোপায় অন্ধকারে
একটু আলোর আর্তি ছাড়া বন্ধ দ্বারে
ব্যাকুলতার এই করাঘাত ভিন্ন আমার
কিছু ছিল না সারাজীবন কিচ্ছুটি না।
তবুও দেখি তাকিয়ে আছে আকাশে মেঘ
মাটিতে নীল তপ্ত পাথর পাহাড় বালি
চৌকাঠে উই বাবুই পথের কাঁটালতা
একটি দুটি মানুষ পথের জটিল বাঁকে
তাকিয়ে আছে আগুন চোখে বিকেলবেলা
মুখের দিকে নিঃস্ব নিরবয়ব মুখে।

মাঠ

লক্ষ চুম্বনে ভরেছে ওই মাঠ
সিক্ত ছায়াপথ নেমেছে প্রান্তরে
ওদের মায়ারাত ওদের সারারাত
অবশ বেদনায় কেঁপেছে অবিরাম
লক্ষ চুম্বনে তৃণে ও তারাদলে
ঝরেছে রাগরস ভরেছে ওই মাঠ
কিছু কি নেই আজ? ওদের এইবার
ফেরার পথ দাও পৃথিবী মায়াধীন
তোমার মাঠে থাক লক্ষ চুম্বন।

অন্ধকারে

অভিজ্ঞতায় জীর্ণ বসন এবার খোলো অন্ধকারে।
অনেক দেখা অনেক জানা জটিল ঝুরি সাক্ষী বটে
ব্যঙ্গমা সব দেখতে পায় না তার তো অনেক বয়স হলো
সব ঢেকেছে গভীর স্বাদু অন্ধকারে, বসন খোলো।
পথ কোথা যায় পথের বাঁকে কোন রহস্য জীবন বাঁকায়
কোন নদী তার রোরুদ্যমান মুখের ভিতর আগুন ঢাকে
কোন পিপাসার দাহ্য শরীর সন্ন্যাসী খায় জানতে জানতে
হাজার আলোয় ফেলে এসেছ তোমার সোনার ভিক্ষাপাত্র।
অন্ধকারে ঢাকলো সত্তা এবার জীর্ণ বসন খোলো।
এবার বলো সত্যি কথা, এখন কেবল নিজের সঙ্গে
অন্ধকারের নিস্তরঙ্গ কালের ভিতর একলা সহজ।

ঈশ্বর

বহুদিন দেখা নেই চিঠি নেই কোনো খোঁজ নেই।
মনেই ছিল না। ব্যস্ত দ্রুত দিন রাত দিন রাত।
সহসা পথের বাঁকে অন্ধকারে কুয়াশায় ভয়ে
গিরিবর্ত্মে দেখা হল দেখা হল ওটি-র টেবিলে।

উডবার্ন ওয়ার্ড

সমুদ্রের মতো দিকচিহ্নহীন বারান্দায় একা
মৃত্যুর মতন স্তব্ধ, বাইরে আলো গাঢ় লাল আলো
গভীর নিথর রাত, ঘোলা চাঁদ, নিদ্রিত সিস্টার
টেবিলে। এখনো বাইরে লাল আলো উডবার্ন ওয়ার্ড।

উৎকণ্ঠা

প্রায় প্রতিদিন ভাবি একবার শুধু একবার
আমার রক্তাক্ত ক্ষত দেখবেন বিছানার পাশে
যেকোনো সকালে কিংবা বিকেলে সন্ধ্যায়
চুপিচুপি দাঁড়াবেন শূন্য নীল গভীর আকাশে।

আজ ভাবছি

আজ স্পষ্ট মনে হচ্ছে বাধিত সন্দেহ ভুল নয়
ভেঙে গেছে সাঁকো কেউ পারাপার করতে পারছি না
আমার অসুখ আজ কতোদিন বিছানায় আছি
কতোদিন যন্ত্রণায় কতোদিন না ঘুমিয়ে রাত
কেন চমকে উঠেছি যে আত্মহারা আধোঘুমে একা
অথচ কিছু না হাওয়া অন্ধকার উড়ে যাওয়া পাতা
উড়ে যাওয়া ধুলোবালি আকাশে ক্ষতের উজ্জ্বলতা
শুশ্রূষাবিহীন জন্ম জীবন ধমনী তন্তু জ্বালা
আজ ভাবছি ভুল নয় কিছুই কোথাও ভুল নেই।

সন্ধ্যা

সারাদিন ভিড় ছিল একা সন্ধ্যা নিয়ে এল তাকে
যাকে আমি ভুলে থাকি ভুলে থাকতে পথে পথে ঘুরি
ছাই ভস্ম খাই যাই কবি সম্মেলনে আজকাল
চতুর আলাপে খুব মজে যাই যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে আর
কিছুই লিখি না লিখলে তাকে ছাড়া পরিত্রাণ নেই
কিছুই আঁকি না আঁকলে তার মুখ আক্রমণ করে
কিছুই গাই না গানে নিরুপায় আগ্নেয় আঁধার।
সারাদিন ভিড় ছিল, পুজোবাড়ি ছিল, সন্ধ্যবেলা
আমি একলা ফাঁকা ঘরে, সে এসেছে, বিন্দু বিন্দু জল,
নিমগ্ন ধ্যানের পুঞ্জ, নীরন্ধ্র নিবিড় অভিমান
ঠাণ্ডা পাথরের চোখ, নবমী নিশির চাঁদ, ভয়
জটিল বটের ঝুরি, সমূহ সংশয়, সন্ধ্যা নিয়ে এল তাকে
যাকে ছাড়া পৃথিবীতে কিছু নেই কোনো কিছু নেই মনে হয়।

তুমি যেওনা

আমি সব আবার ঠিকঠাক করে নিয়েছি
যেখানে যা ছিল সেসব সেই জায়গায়
গুছিয়ে রেখেছি, ফেলে দিয়েছি যা নষ্ট হয়েছিল
কুড়িয়ে নিয়েছি যা কাজে লাগতে পারে কখনো
এ জন্যে আমাকে নিচু হতে হয়েছে
এ জন্যে আমাকে মূল্য দিতে হয়েছে ঢের
তবু আজ লিখে যেতে পারব হে ব্যাকুল
হে প্রপন্নার্ত, তুমি ওখানে যেও না।

আজ

আজ যাব গিয়ে দেখব আমার জন্যেই
প্রতীক্ষার প্রতিমূর্তি প্রেমের বিগ্রহ।
আজ যাব গিয়ে দেখব আমার জন্যেই
সমূহ শুশ্রূষা হাতে তাকিয়ে আছেন।
আজ গিয়ে জেনে নেব ভালবাসা ছাড়া
পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি না নেই।

অসুখ

অসুখের দিনগুলি যায়
রাত্রির গভীর কালো জলে
অসুখের রাত্রির মাথায়
বালিশ রেখেছ কোন ছলে?

এখনো

এখনো ভুলিনি নাম
এখনো ভুলিনি ব্যথা
এখনো উঠবে ঘরে
ছড়িয়ে রয়েছে ভুল
পথে ও পথের শেষে
উৎকণ্ঠিত আজও
এখনো এ ভালবাসা।

ভালবাসা

উৎসব শেষ হয়ে গেলে সমস্ত আকাশ মুচড়ে
বেজে ওঠে সেই বিরহের ব্যাকুলতা
শূন্যতার গভীর নীলে নিঃসঙ্গ পাখির ডানায়
ভর করে তার অনিঃশেষ বেদনা
জলের শব্দের মতো স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া গানের
সুরের মতো স্মৃতি ঝাপসা ব্যাকুল শুধু স্মৃতি
আর বিরহের যন্ত্রণা কাতর দিনের মর্মরে
বাজতে থাকে ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা।

প্রচ্ছদ

তোমার ক্ষয় হবে তোমার ক্ষতি হবে
তবু তুমি না গিয়ে পারবে না।
তোমার রক্ত তোমার অশ্রু গড়িয়ে পড়বে
চির মৌন রাত্রির প্রান্তরে, তবু তুমি
না দিয়ে পারবে না।
তোমার অপমান তোমার বেদনা
ভস্মের মতো ছড়িয়ে পড়বে প্রান্তরময়
তুমি ফিরে আসবে না।
তোমার সেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ
আমরা আবৃত্তি করব
তোমার সেই অপার বিস্তার
আমরা নির্মাণ করব
তোমার সেই নিঃস্ব হৃদয়
আমরা আকণ্ঠ পান করব
আমরা স্তাবকেরা উদ্‌গত হয়ে বলব, জয়।

তুমি হাঁটুতে চিবুক পিঠ ফিরে বসে থাকবে
সামনে প্রতিভা উজ্জ্বল নদী
ডাইনে ধর্মহীন শ্যামল উপত্যকা
বাঁয়ে কোলাহলহীন মৌন পাহাড়
পেছনে আমাদের মুখর প্রচ্ছদ।

ভালবাসা

যা কিছু তোমাকে ভেঙে গেছে সেসব আমার কাছে স্মৃতি
স্মৃতি নিয়ে আজ কেউ দুপুরের আকাশ ভরে না।
তুমি এত স্পর্ধা কোথা পেলে? উপেক্ষার উদাসীনতার?
কীভাবে অক্লেশে হেঁটে গেলে পৃথিবীর জটিল প্রান্তর।
আমি তো দেখেছি ওরা তোমার চোখের মণি থেকে
জ্বেলেছে কীভাবে আলো ফুসফুসের নিশান করেছে—
সে সব আমার কাছে ভয় সে সব আমার কাছে স্মৃতি
তুমি অন্ধকারে আজ তাদের করাচ্ছো পার তীক্ষ্ণধার নদী
অজস্র তরঙ্গ তীব্র গরল আগুন বধিরতা।
তুমি এত স্পর্ধা কোথা পেলে? উপেক্ষার উদাসীনতার।
আকাশে উড়েছে দেখ গৈরিক গোধূলি তার আভা
লেগেছে নদীর জলে মানুষের সমূহ সংসারে
মাটিতে নেমেছে দেখ সুন্দর কুয়াশা তার ঢেউ
লেগেছে প্রতিটি বুকে মানুষের ধমনী তন্তুতে
প্রতিভার মতো হাওয়া উৎসবে মেতেছে পথে পথে
একবার তাকিয়ে দেখ, নিচু হয়ে কিছু নিয়ে যাও
না হলে তোমার ঋণ শোধ করবে অনন্ত যুবারা
অভিশাপে জর্জরিত গ্রহ নক্ষত্রের জল ভস্ম হয়ে যাবে।
ভরো না পৃথিবী এত উপেক্ষার অগ্নিনীল শ্লোকে।

পথে

সেই ভালো, ঢের দিন এই পথে হাঁটোনি, এখন
গনগনে দুপুর বেলা বেরিয়ে পড়েছ, খুব ভিড়
খুব কোলাহল, ভয় সাহস স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি
চলেছে ধাতব যুবা অন্ধ ধাবমান ট্রাক বন্ধুর আগুন
রৌদ্র নভস্তল চাকা ট্র্যাফিক সুখের বিজ্ঞাপন
ঈশ্বরের মতো শান্ত টেলিফোন করিডোর ও.টি.।
ভালোই করেছ নেমে, বহুদিন নীল কুঠুরির পদতলে
ছড়ানো সত্তায় ঘুরে ফিরে গেছে পোকার বিলাস।
রাতের জানালা ঘেঁষে প্রেতায়িত ব্যভিচার শঠ
ছিন্ন কবিতার পংক্তি আচ্ছন্ন অদ্বেষ নীরবতা

মাছি আর মশা আর শেয়ালেরা ধূর্ত শকুনেরা
এখন তুমিই পারো অনায়াসে তোমার সোনার
ভিক্ষাপাত্র দিয়ে দিতে সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাকে
যে কখনো স্ফীতমুণ্ড স্নায়ুহীন অসাড় নেতার
পায়নি স্নানজল ফুল তুলসীপাতা ছায়াতরু কৃপা।
বেরিয়ে পড়েছ পথে, খুব ভালো, আজকাল শহর
বুক থেকে খুঁড়ে ফেলে প্রাচীনতা জীবাশ্ম পাথর
আজকাল গ্রামের দীঘি অরাজনৈতিক স্বচ্ছ নেই
যাতে মুখ দেখা যাবে চাপা রাগে নিচু এই নদী
চলেছে আপন মনে পিঠে বল্লমের অন্ধকার।
এখন পথের বাঁকে দস্যুতার তরবারি সরীসৃপ দাহ
ভালবাসো অর্থহীন পিশাচের মতো মাকড়া কবি
নাচো ধুন্ধুমার ট্রাকে নবমীর ঢাকের বাজনায়
সেই ভালো, এই বেলা দর ভালো আছে প্রতিভার।

অগ্নিসম্ভব

কীভাবে সম্ভব আমার জানা নেই

কেবল জানি এই প্রাণের প্রবাহের
নিবিড় সজলতা ছড়াবে সারা দেশ
গভীর শান্তির মায়াবী নীলাকাশ
শস্য শিহরিত দিক দিগন্তের
ওপরে মেলে দেবে ব্যাকুল ভালবাসা।
কোথাও পাতা নেই শীর্ণ করতল
কোথাও ক্ষিধে নেই জীর্ণ মলিনতা
কোথাও ক্ষয় নেই কোথাও ক্ষত নেই
আহা কী সামাজিক জীবন বিকশিত!
যেন এ পৃথিবীর মাটির দেবতারা
নিরেট পাথরের সিংহাসন ছেড়ে
মানুষী মিছিলের সামনে চলেছেন
যেন কী মমতায় প্রতিটি জাহ্নবী
সমূহ সংসারে করেছে আয়োজন
অগাধ অফুরান আকুল অন্নের।

এসো

নিরুচ্চার শব্দ হয়ে এসো
শুশ্রূষার বিন্দু বিন্দু জলে।
না হয় গৈরিক নেই তবু
গৃহস্থের খোকা হোক পাখি
ডাকে রোজ জামরুলের ডালে
প্রতিদিন গৃহহীন পথে
ধড়া চূড়া ধর্ম ভেসে যায়।

নৈঃশব্দ

যত ছোট হয়ে আসে বেলা
শব্দগুলি আসে না তেমন
যতই ফুরিয়ে আসে খেলা
শব্দহীন সমস্ত ভুবন।

প্রতিটি ঋতু আসে শাখায় ফুলে ফলে
শহরে গ্রামে ঘন পুঞ্জ সসাগরা
পৃথিবী থরো থরো যৌবনের ভারে
প্রতিটি মেঘে মেঘে সদ্যোজাত দ্বীপ
উচ্চকিত প্রাণ সহজ অধিকার
আহা কী প্রার্থিত আহা কী মহিমার।
মানুষী স্বপ্নের এদিন দেখবোই

কিন্তু কীভাবে আমার জানা নেই।

পূর্ণ

কিছুই হয়নি ভুল বৃথা যায়নি সারাদিন পথে।
বিকেলের ম্লান মুঠো ভর্তি ছেঁড়া পাতা ধুলোবালি
সোনা হয়ে গেছে শীর্ণ করতলে ভিক্ষার পাত্রও
জলজ গুল্মের স্মৃতি পিপাসার দুপুর সজল
ভরে আছে মজ্জা মেদে কঙ্কালে করোটি ঘিরে আজ
ধূসরতা বলে কিছু নেই সব স্পষ্ট ঋজু ছন্দোময় জয়।
এরকমই জীবনের গূঢ় অর্থ বিকাশের মানে
এমনি জটিল তীক্ষ্ণ কোমল কলঙ্কশীল ভয়
অন্ধকার অনুৎসব অত্যাগসহন বধিরতা।

এই আবরণ

এই অবেলার বাতাসে কার গন্ধ আসে
ধূসর মনে দুলতে থাকে তুমুল স্মৃতি
গড়িয়ে যায় নদীর দিকে সময় দেখি
ঘর ছেড়ে যাই পথে এবং পথ থেকে ফের
ঘরেই ফিরি ঃ বাতাস আনে গন্ধ, আমার
দুচোখে জল বুকের হাড়ে রক্ত মেঘে
ছড়ায় গড়ায় রহস্যময় হাসির শব্দ
এই অবেলায় আকাশে কার ব্যাকুল দৃষ্টি
অপ্রতিভ অপেক্ষাহীন মৌন রোদন।
কোথায় কোথায়! কাঁপতে থাকে রুদ্ধ হৃদয়

মুচড়ে উঠে অন্বেষণের অনন্তনীল অন্ধকারে
হাহাকারের এই আবরণ ছিঁড়তে কষ্ট
সমর্পণের তরঙ্গাঘাত ভাঙতে ব্যাকুল
এই আবরণ এই আবরণ এই আবরণ।

অন্তিম

লোহার ঠোঁটে জং ধরেছে শকুনগুলোর
জং ধরেছে হাড়গিলেদের তীক্ষ্ণ নখে
চাবুক গুলোয় ঘুন ধরেছে ছোরায় লোনা
মরচে ধরা বর্মে ইঁদুর আরশোলা উই
বাবুমশাই শুয়েই থাকেন ছেঁড়া তুলোয়
মাঝে মাঝে খড়খড়িতে চোখ লাগিয়ে
দাঁড়িয়ে দেখেন ধানজমিতে লোক জমেছে
দাঁড়িয়ে দেখেন খাস জমিতে লোক জমেছে
বাতের ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে পাঁজর গুলো
চেঁচিয়ে ডাকেন দাসদাসীদের, কোথায় সাড়া!
প্রেতের হাসি টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে
রক্তনিবিড় নিদমহলে রঙমহলে
কীসের ধ্বনি কীসের ধ্বনি গ্রাম শহরে
চেঁচায় কারা অসভ্য সব! এই প্রহরী, এই প্রহরী,
কয়েক রাউন্ড চালাও, উঃ আজ শান্তি গেল
এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক মনে হয়
যাবার আগে, মন্ত্রী মশাই, শুনুন এদের
ঠাণ্ডা করুন টুকরো করুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধান
যে যাই বলুক কয়েক পুরুষ সিংহাসনে
এই যে আছি এই যে চাবুক চালাই সেকি
ফালতু নাকি, যে যাই বলুক, যাবার আগে
হাড় হাভাতে এই ব্যাটাদের শিক্ষা দেব
জং ধরা এই নখেই দুচোখ উপড়ে নেব
মন্ত্রি, কীসের শব্দ আমার মধ্যরাতের
ঘুম ভাঙাচ্ছে, আমার সুখের সিংহাসনের
দিন যেন শেষ দিন যেন শেষ হচ্ছে মনে
জং ধরেছে অস্ত্রগুলোয় রক্তলোলুপ
ওগুলো দাও যাদবকুলে এমনি তুলে
ধ্বংস করো ওদের আমার যাবার আগে।

ভাষা

আমি তোমাদের কেন বোঝাতে পারি না!
এর চেয়ে স্পষ্টতম ভাষা আর আছে?
কী বলেছে মুণ্ডহীন ধড়? কী বলেছে চিতা?
কী কী লেখা ছিল সেই সর্বহারা মুখে
হাজার বলির রেখা হাজার বলির রেখা শুধু?
বেকার যুবার জীর্ণ পাঞ্জাবীর পালে কোনো কিছু
দেখোনি, পড়োনি তার আগ্নেয় আঁধার দুটি চোখে?
ভাঙা ডানা বাসাহীন পাখিটি কি কিছুই বলেনি
বালির চিতায় দগ্ধ কঙ্কালের নদী
নদীর কিনারে নিচু শিমুলের অসহায় ছায়া
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ পেঁচা প্রেতায়িত অমানিশিথীনি?
কিছুই বলেনি? আমি তোমাদের কাছে
কী করে বোঝাই। আজ শব্দগুলি বাজে না তেমন,
বলির বাজনার মতো কোলাহল শহরে ও গ্রামে
শব্দগুলি ভেসে যায় বধির প্রবাহে
বড় কোলাহল আমি তবু স্পষ্ট করে
ব'লে যাই ঃ তোমাদের জয়। বড় ভয়
তবুও অকুতোভয়ে উচ্চারণ করে যাই, জয়।

এই অভিমান

এই অভিমান কবির তুমি বুঝবে না তাই ঘুমিয়ে পড়ছ
এই অভিমান কবির তুমি বুঝবে না তাই শুনছ গল্প
এই অভিমান কবির তুমি বুঝবে না তাই দাঁড়িয়ে থাকছ
এই অভিমান কবির তুমি বুঝবে না তাই হাসছ অমন
এই অভিমান বুঝবে না তাই অপমানের ধুলোয় ঢাকছ
নিজের লজ্জা নিজের দৈন্য তোমার নিজের যৎসামান্য
মনুষ্যত্ব—এই অভিমান কবির তুমি বুঝলে না তাই
আকাশ মুচড়ে ওই দেখ আজ নীল পিপাসায় বৃষ্টি নামল।

এইক ক'টা দিন

এই ক'টা দিন পথ আমাকে ব্যস্ত রাখছে।
যতই ছায়া বাড়ছে, আমার চোখের ওপর
মেঘ ফেলে যায় বিকেল বেলার শূন্য দৃষ্টি
যতই ছায়া বাড়ছে, আমার বুকের ভিতর
রোদ ফেলে যায় বিকেল বেলার ব্যাকুল চিত্র।
এই ক'টা দিন সময় কেবল গড়িয়ে পড়ছে
বিষণ্ণ এক কলস থেকে ধূসর রেখায়
করতলের তৃষ্ণা ছিঁড়ে জল গলে যায়
কেউ যেন সেই পূর্ণ দুপুর শূন্য দুপুর
সেই আমাদের দুঃখী এবং দুঃখী এবং উপর্যুপর
দুঃখী ভালবাসায় ব্যাকুল ব্যর্থ দুপুর
আজ বিকেলের দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে
আর এ দুচোখ চোখের শিরা উপশিরা
শুশ্রূষাহীন নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকছে
এই ক'টা দিন এই ক'টা দিন এই ক'টা দিন।

আড়াল

অভিমানে শক্ত মুঠো ধরেছ কোদাল
ছিন্নভিন্ন ক'রে গেছ সর্বংসহা মাটি
হেঁটেছ অক্লান্ত পায়ে ক্ষতরক্ত ভয়
পিঠে চাবুকের দাগ সহ্যসীমারেখা
কর্কটক্রান্তির মতো জ্বলেছে, যা কিছু
সমস্তই অভিমানে ঘৃণা ক্রোধ জয়।
তলে ব'য়ে গেছে নদী, কিনারে সে ঝুঁকে
বসে আছে, গোল চাঁদ ব্যথিত আকাশ
নবাঙ্কুর ইক্ষুবন দুঃখী মাঠ জল
সেখানে কবিতা মাখা একটি প্রবল
প্রচ্ছন্ন কৌতুক শুধু খেলা করে; তবে
অভিমানে ক্রোধে জয়ে কি হবে কি হবে!

ছবি দেখেছ

তুমি ছবি দেখেছ তাকিয়ে।
আগুনের গাছপালা পাখি
বরফের হাত পা ও চোখ
শহরের চতুর দেওয়াল
গ্রামের গলায় দড়ি বউ।
তুমি সব দেখেছ তাকিয়ে।
ছেঁড়াখোঁড়া হাড় হাভাতেরা
দলে দলে নেমেছে নদীতে
জলে যার হাঙর কুমির
ভেজা বারুদের যুবকেরা
লাফিয়েছে কী অবলীলায়
তিরিশ হাজার ফুট নীচে।
দেখেছ মায়ের নীল মুখে
হাজার হাজার কাটাকুটি
গূঢ় শ্যাওলা জলজ উদ্ভিদ
অন্ধকার পিতার শরীরে।
পোকায় কেটেছে দেশ, ওরা
ছায়ার মতন পিছু পিছু
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে
সামনে কুরুক্ষেত্র সাজো সাজো
তুমি ছবি দেখেছ তাকিয়ে।

সংসার

তবু হাহাকার বিদীর্ণ হয়ে ওঠে
পাঁজর মুচড়ে আজও।
কেন দাহ কেন এই হাহাকার
জড়ায় ছড়ায় মোহান্ধকার
তবে কি এখনো জীবনে আমার
তুমিহীন দিনরজনী তোমার
নামের আঘাতে বাজো?

এবারে তাহলে তোমাকে তো আর
কোনো কিছু জানাবো না।
হে গোপন, তুমি জানো তো কী হবে
দিনাবসানের হত গৌরবে
অহঙ্কারের অপহৃত শবে
সেদিন একাকী আমি কী হে তবে
এইখানে দাঁড়াবো না!

জানতে বাকি নেই

আমাকে ডাকলেই আমি যাই না।
কে আমাকে চায় এবং কে আমাকে নাচায়
তা আর আমার জানতে বাকি নেই।
এখনো সেই জন্মান্তরের কালচে শুকনো রক্ত
থেকে থেকেই ঘুম ভাঙায়
এখনো চিতার মতো পিছু নেয় কিছু প্রেতায়িত স্বপ্ন
ঘর থেকে টেনে বের করে আনে দস্যুতার থাবা
ভুলিয়ে নিয়ে যায় বল্লম
ঘুমন্ত গ্রামের গা শিউরে ওঠে
পেট্রোলে ভেজানো ন্যাকড়ার গন্ধে
চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে চতুর লোভ
কাঁধে হাত রাখে ঠাণ্ডা রোমশ স্পর্শ
এখনো, রক্তের চেয়েও নিবিড় সম্পর্কে ফাটল ধরায়
পোড়খাওয়া এক একটা হাওয়া

এখনো ওরা দাঁড়িয়ে থাকে আড়ালে আবডালে
ঝাঁপয়ে পড়ে কুড়িয়ে নিতে থাকে
মুঠো থেকে ছিটকে পড়া ধুলোবালির শপথ
গুঁড়িয়ে দিতে থাকে আমার বেকার ভাইয়ের পাঁজর।

কে আমাকে চায় এবং কে আমাকে নাচায়
তা আর আমার জানতে বাকি নেই
আমাকে ডাকলেই আমি যাই না।

অবেলায়

এই অবেলায় ঝুঁকে নিচু হয়ে তাকালে কেমন
মাথা ঘুরে যায় আর
রোদ্দুরের সোনামুখী-রেশমী চাদর
শাল সেগুনের ডালে ছড়িয়ে জড়িয়ে যায়
শুকনো দ্রুত হাওয়া
ওড়ায় ধুলো ও বালি ছেঁড়া ঘাস প্রান্তরের দিকে
আজন্ম দাঁড়িয়ে ঠায় তাড়িখোর তাল ও খেজুর
অসাড় ঘোড়ার মতো
পাহাড়—পাহাড়তলী মেঘলা দিন ভয়
আশৈশব স্মৃতিজল বিন্দু বিন্দু
রক্তিম গোপন
ক্ষয়ের অসামাজিক বেদনায় সর্বাঙ্গ কেমন
অসহায় মনে হয়
এই অবেলায় আর বন্ধুর মতন
আসে না দুপুর ভরে দিতে কেউ, মৃত্যুর মতন
পারে না সুস্থির করে দিতে কেউ, ঈশ্বরের মতো
জানে না বাজাতে কেউ আজ আর
যাই
হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে মিলিয়ে যেতে না যেতে ছায়া।

তাকে

সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যেতে যেতে যে নদী জানিয়ে গেল তার
বেদনার অন্ধকার লেখা আছে ওপারের জলে
আমি তাকে কী বোঝাব, আমি তাকে কখনো আমার
সকালবেলার ভুল দুপুরবেলার ভুল বিকেলবেলার কোলাহলে
দেখাবো না। চুপচাপ ব'সে থাকব, সন্ধ্যা নেমে এসে
চোখের জলের মতো স্রোতে তার ভেজাবে পায়ের পাতা, কেউ
কোথাও করে না গান, সহজ আকাশে ভেসে ভেসে
আসে না স্মৃতির পাখি, তবে সে কি স্পৃহাহীন ঢেউ
পারেনি ডিঙিয়ে আসতে এইখানে বেতসের মতো?
তবে কি সমস্ত গল্প এই রকম অনিঃশেষ অন্ধ অনাহত!

লেখা

যেকোনো ব্যথার পাশে লেখা আছে তুমি প'ড়ে দেখো
যেকোনো চিতার পাশে লেখা আছে তুমি পড়ে দেখো
যেকোনো নিঃস্ব ও নীল অবসানে সব লেখা আছে
তুমি শুধু পড়ো, শুধু পড়ে দেখো, অক্ষরের সাঁকো
হাতে ধরে নিয়ে যাবে পার করে অন্ধকার নদী
আমাদের কাছাকাছি, আমাদের খুব কাছাকাছি।
আসোনি কখনো? সেকি? মনে পড়ে? আমাদের পাশে
সারারাত হেঁটেছিলে, কলঙ্কশীলিত শস্যক্ষেত,
চোখের ভিতরে জল, বাইরে আগুন, গূঢ় জট,
অজস্র দুর্বোধ্য ক্ষত, বধির সমাজ, জটিলতা
ছাপিয়ে সে চাপা সুর?
মনে পড়ে? সেই গান অবিরাম মানুষের গাঢ় অধিকার।
যেকোনো ব্যথার পাশে লেখা আছে তুমি পড়ে দেখো
যেকোনো চিতার পাশে লেখা আছে তুমি শুধু পড়ো
যেকোনো নিঃস্ব ও নীল অবসানে সব লেখা আছে

তোমাকে দাঁড়াতে হবে প্রতিটি দুঃখের কাছে নত হতে হবে।

সংকেত

বলেছে পথের মানুষ জীর্ণ দেওয়াল
বলেছে দীর্ণ বুড়ি গাছগাছালি
বলেছে সামনে দিয়ে যেই গিয়েছে
বলেছে অরণ্য মেঘ গ্রামের দীঘি কাঁটালতা
এবারে ছাড়তে হবে।

মুঠোতে আসক্তি বীজ
বুকেতে লোভের রাশি
ধমনী দম্ভে স্ফীত
দুঠোঁটে গরল মাখা
প্রতিটি ঘূর্ণি পাকে
আমাদের মুণ্ডগুলি
গেছেরে সংখ্যাতীত
গেছেরে চিতায় জলে

ইদানীং মাথার ওপর শঙ্খচিলে
ইদানীং মিনার থেকে নিকষ মেঘে
ইদানীং মুখের ওপর সামান্য এক ঝটকা হাওয়া
বলেছে আর না ছাড়ুন
বলেছে পাগলা বিশু
ও মশাই কোথায় যাবেন?
ও মশাই পাগল নাকি?

দুঃখ

এই অপমান তোমার, তুমি একলা নিও পাঁজর পেতে
আকাশ থাকুক যেমন ছিল বাতাস থাকুক খুশিমতন
এই অপমান নিচু মাথায় বহন করো ক্রুশের মতো
দুঃখী মানুষ সারাজীবন যেমন রকম একলা ছিলে
তেমনি থাকো তোমার পাশে রাত্রি ঝরুক অনন্তকাল
তোমার হাতের দুঃখী আঙুল শব্দ বাজাক—শুনবে মাটি
মাটির কাছের মানুষ, তোমার চোখের জলে শস্য হবে
এই অপমান জড়িয়ে পড়ুক কুড়িয়ে নেবার জন্যে পাগল
একজনা কেউ অন্বেষণে হন্যে হবে আসমুদ্র।

ঝুলতে ঝুলতে

প্রতিদিন ঝুলতে ঝুলতে
ঝুলতে ঝুলতে যাই আর ফিরে আসি।

যেন, একটা জীবন
কেবল ঝুলে রইল।

ভিতরে ভিড়
ভিতরে ধাক্কাধাক্কি।

বাইরে
আগুনে
রক্তে
সংঘাতে
ছিটকে পড়া জীবন।

প্রতিদিন
ঝুলতে ঝুলতে
যাওয়া আসার মাঝখানে

টান টান হয়ে মাটিতে দাঁড়াই।

এ্যালবার্ট্রস

আমি ঠিক পৌঁছে যাব একদিন তোমার কাছে
হয়তো একটু দেরি হবে নয়তো একটু বেশি বুড়ো হয়ে যাবে তুমি
শ্যাওলা দামে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তোমার
মজা দীঘির মতো চোখ
জটিল শিকড় বাকড়ের মতো জট পাকিয়ে যাবে তোমার শরীর
সর্বস্ব খোয়ানো রাত্রির মতো প্রেতায়িত তোমার দিনযাপন
গন্ধেশ্বরীর চিতায় আর কোনোদিন আগুন জ্বলবে না হয়তো
শ্মশানচেরা সিঁথিপথে হেঁটে আসবে না কেউ গভীর রাতে
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের বোবা বেদনায় থর থর করে কাঁপবে
আকাশ
তোমার গলিত ললাট রেখায় লেখা আমার শৈশব

ঝুরি

এখন থেকে কমতে থাকে কথা
কমতে থাকে ভাষার কারিকুরি
জাদুর ছোঁয়া বোলায় নীরবতা
বুকে নামায় ঝুরি, হাজার ঝুরি।

সময়

এখন ঘরে ফেরার সময়।
হাওয়া মন্থর, মেঘ উদাসীন
সংঘাতহীন স্রোত।

এখন শান্ত হবার সময়।
মূর্খ অভিমানে
উপেক্ষা না করে
শুধু অপেক্ষা।

এখন অন্তর্মুখী হওয়া ভালো।

আমার কৈশোর আমার বয়ঃসন্ধি আমার রক্তমাংস
আমার অপমান, আমার অভিষেক

আমি পৌঁছে যাব এক আশ্চর্য অবেলায় তোমার কাছে
তোমার অনন্ত বিস্তার আমাকে ছিঁড়ে নেবে সেদিন
তোমার অনন্ত অবিরাম ঢেউ জড়িয়ে দেবে ছড়িয়ে আমাকে

সপ্তয়

জুড়িয়ে দেবে আমার আহত আতুর অন্ধ জপের জ্বালা
আঃ কী শান্তি, কী গাঢ় ঘুম, কী অগাধ বিশ্রাম
বড় ক্লান্ত, বড় বেশি পর্যটন বড় বেশি দেখাশোনা
বড় বেশি দিন হলো বেঁচে আছি জীর্ণ পৃথিবীর পথে পথে
ডানা ভেঙে আসে অবশ হয়ে আসে পাখা বোবা সমুদ্র
আমার ভালবাসা, হা পৃথিবী, আমার ভালবাসা আমার
ভালবাসার মাটি, ধুলোবালি, ধান, আমার ভালবাসার
স্বপ্ন আমার শপথ—যৌবন—যৌবনের অপমান ক্ষত
ঘূর্ণী ঝড় ধ্বস মৃত্যুর উপত্যকা ফুল ...

আমি যাবো আমি ঠিক পৌঁছে যাব একদিন তোমার কাছে।

নিজে

বেকার যুবকের মতো রক্ত জমে যাওয়া অবসাদ
তার দুঃখী দুপুরের মতো দীর্ঘ সজলতা
আমাকে সকাল থেকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল।
দরজা খুলতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক
যেন পোড় খাওয়া পথে লেখা রয়েছে—
যেখানেই যাও ফিরে আসার কথাটা মনে রেখো।
আমার কোথায় যাবার কথা ছিল মনে পড়ে না।
আমার কোনো কিছুতেই অপমান নেই।
মনে পড়ে তোমার চোখের কোল বেয়ে আমি গড়িয়ে চলেছি
কপোলে, কপোল থেকে শ্রীহীন পায়ের পাতায়।

বীজ

এখন আর সময় নেই অপেক্ষা করার।
অনেকদিন বসে থেকে কেটেছে
অনেকদিনে কোথাও কিছু নেই
শুধু হাওয়া শুধু হাওয়া শুধু
এলোমেলো হাওয়ার আওয়াজ।

এখন আর অপেক্ষা করার সময় নেই।
কিছু একটা করতেই হয়
অন্তত এই অবেলায়
মাটিতে ছড়িয়ে যাই সঞ্চয়গুলি
স্বপ্নের শপথের আগুনের

একদিন সবুজ সত্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে
আমার কবিজীবন।

জন্মমৃত্যুর কবিতা

পেন্সিল স্কেচের মতো ঝাপসা
এক একটা সকাল
দুঃখী দীঘির মতো আচ্ছন্ন
এক একটা দুপুর
মোরগঝুঁটির মতো দীপ্ত
এক একটা বিকেল
আহত আতুর অসহায়
এক একটা সন্ধে
আমাকে কাজ করতে দেয় না
আমাকে স্থির থাকতে দেয় না
আমার মনে পড়ে
এক নিঃস্ব নিষ্ফলতা
এক কৌতুকময় হাহাকার
অপমানময় জীবন

আর তখন
চোয়াল শক্ত হওয়ার পরিবর্তে
বৃষ্টি শুরু হয় কোথাও
মুঠো শক্ত হওয়ার পরিবর্তে
গান বেজে ওঠে কোথাও
আক্রমণোদ্যত সেই মুহূর্তে
ঝলসে ওঠে আমার
জন্মমৃত্যুর কবিতা।

গল্প

মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী, এই
নিষ্ফল জীবন যেন আমারই নির্মম হাতে ফুরিয়ে গিয়েছে।
ওই শস্যে কার কার অধিকার? ওই ক্রুদ্ধ মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে
কী কী সম্ভাবনা ছিল? কে কে কেড়ে নিয়েছে ক্ষুধার
ওই অন্ন? প্রশ্নগুলি প্রবল প্রবাহে ভেসে যায়
মিছিলে মিছিলে স্রোতে খড়কুটোর মতো অসহায়।
মাঝে মাঝে মনে হয় আমি দায়ী।
এই মৃত্যু উপবাস ভিক্ষা অপমান
সমস্ত আমার জন্যে; আমার এ অক্ষমতা ক্ষমাহীন মনে হয় আজ।
আমি তো শব্দের শক্তি জেনেছি অনেকদিন হলো
আমি জানি শব্দ পারে ওলটপালট করে দিতে সব কিছু
তবুও আমার কাছে ওরা নম্র পেলব ব্যথিত ছন্দোময়
দুঃখে দ্বন্দ্বে প্রেমে আর পরাজয়ে নিচু হয়ে নেমেছে আকাশ
মাটির বুকের কাছে নদীর বুকের কাছে দুঃখের নিবিড় কালো জলে
শুনিয়েছি শুশ্রূষায় সান্ত্বনায় একাকিনী অনন্ত, মানুষ,
তোমার এ গল্প ফুরোবে না, মুড়োবে না এ গল্পের নটে।

কথা ছিল

সরতে সরতে অনেক দূরে চলে এসেছি।
আমার ভীষণ ভয় করছে।
কেউ কোথাও নেই, কেউ কোথাও নেই, নিঃসাড়।
আমার কান্না পাচ্ছে খুব।
তুমি শুনতে পাচ্ছো না? আমি খুব ক্লান্ত।
এবার হয়তো পড়ে যাবো।
অনেক দূরে চলে এসেছি কখন, অনেক নীচে।
এখানেও তো তোমার থাকার কথা ছিল।
আমার সঙ্গে আসার কথা ছিল।

দূর

যতদূরে গেলে আর ফেরে না মানুষ
আমি ততখানি এসে গেছি?
এখন শরীর ছাড়া অন্য কোনো যবনিকা নেই।
আমি তাও ছিঁড়েখুঁড়ে অন্তরীক্ষ করেছি বসন
শুভ্রতম হাড় থেকে বেজে ওঠে প্রপন্নার্তি—
জানি
এ ফেরার আকুলতা এ শুধু ফেরার আকুলতা
তাই জয়ে পরাজয়ে স্পৃহাহীন
তাই উদাসীন শ্লোকমালা
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ভাঙা ইঁট মজা দীঘি জটিল শিকড়।
এখন শরীর ছাড়া অদ্বিতীয় আবরণ নেই।
আমি তাও ছিঁড়েখুঁড়ে বহুদূর এসে গেছি,
কত দূর?
যত দূরে গেলে আর ফেরেনা মানুষ?

মৃত্যু

মাঝে মাঝে মৃত্যু এসে কাছে বসে কথা বলে প্রতিভার মতো
যেমন রোনাল্ড রসে ও.টি.-র টেবিলে সেই অগাস্টের সাতে
তার সে আস্তৃত আভা লেগেছিল উডবার্ন ওয়ার্ডে কতোদিন
অবোধ চিত্তের জলে ছায়া তার দুলে দুলে বৃত্তির ভিতরে মিশে যেত
দেখেছি চুপচাপ একা নেমে গেছে পর্যাকুল সিঁড়ি
গভীর স্রোতের তীব্র প্রাতিকূল্যে তীরে উঠে এসেছে সঞ্চিত ক্রিয়মান
অননুশীলিত বোধে অকারণ ভয়ের ভেতরে বোবা ঠাণ্ডা নীল জল
সীমাহীন ভাষাহীন স্পৃহাহীন নির্নিমেষ নিরুত্তাপ গড়ায় সময়
আর স্মৃতি ঘিরে ধরে কতোকাল ভুলে যাওয়া ফেলে আসা ধূসর অতীত
জীবাশ্ম জটিল মৌন গুচ্ছমূল লতাতন্তু জলজ উদ্ভিদ
উডবার্ন ওয়ার্ডে দীর্ঘ সীমাহীন করিডোরে ইজিচেয়ারের পাশে সেই
উদার প্রসন্নমুখ : সে কি মৃত্যু? অথবা ঈশ্বর? নাকি ভাসমান প্রারব্ধ তরল।

আর লিখব না

যখন লিখতাম তখন এরা আমার কাছে আসত না
এই সূর্যাস্ত এই পাখি নদীর ভাঙা পাড়
মাটিতে নেমে আসা নিচু আকাশ
আকাশের ওপারে আমার ফেলে আসা গ্রাম
বুড়ো অশথতলায় জোৎস্না ছায়ার নির্জন
যখন লিখতাম এরা কোথায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকত
আজ যখন লেখা ছেড়েছি
এরা ভিড় করে এসেছে আমার ভিতরে বাইরে
আনন্দে বেদনায় ভরে গিয়েছে আমার পৃথিবী
আমাকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে নিবিড় আশ্লেষে

আমি আর কিছু লিখব না।

বৃথা

তোমার জন্যে একদিন দাঁড়িয়েছিলাম
তোমার জন্যে একদিন দাঁড়িয়েছিলাম
চোখের সামনে ধূ ধূ মাঠ
চোখের সামনে মাইলের পর মাইল
অসহিষ্ণু বাতাস
ধুলো
ছেঁড়াপাতা
একদিন
সমস্ত বুক জুড়ে ধূপ পুড়ছে তো পুড়ছেই।

সত্য

আমার এ ভার তোমার কাছে রেখে
শান্তি আমার শান্তি আমার শান্তি।
সারাদিনের শেষে তোমায় দেখে
শান্তি আমার শান্তি আমার শান্তি।
তাই যা খুশি করে বেড়াই ছুটে বেড়াই ঘুরে
টুকরো করি ক্লান্ত করি গনগনে রোদ্দুরে।

বিরোধাভাস

দুঃখের ওপারে যাব বলে
দুঃখের ভিতরে এতকাল
অন্ধকার-রাত্রি ভোর হলে
ফুটে উঠবে সোনার সকাল।

মৃত্যুর ওপারে যাব বলে
পার্থিব রজকে বলি মধু
অবিদ্যার মায়াবী কৌশলে
বিদ্যাকে করেছি প্রিয় বঁধু।

আনন্দ উদ্বেল, তবু যাই
বেদনার কাছাকাছি একা
পূর্ণ, তবু দুহাতে ভরাই
নিজেকে হলো না আজও দেখা।

অন্ধকারে

অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারিনি।
এ কোথায় এলাম?
কোথায় গেল সেই জমি
নিকানো উঠোন
তুলসীমঞ্চ গাই
লাউমাচা
বিকেলের মাদুর
শ্মশানচেরা রাস্তা দিয়ে
কালিমাখা লণ্ঠন হাতে বাড়ি ফেরা সেই মানুষ
বুড়ো অশথতলা
মজা দীঘি
স্বপ্ন
স্বপ্নের বাস্তব?
এ কোথায় এলাম?
বড় অন্ধকার
কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

একটি গল্প

তোমরা জানো না, জানে সেই ধূ ধূ মাঠ
জানে সেই শাদা বালির চিতার নদী
সরু শাদা পথ ঝলসানো তল্লাট
জানে সেই বুড়ো অশ্বত্থ, আছে যদি
সহস্র বাহু মেলে বুকে নিয়ে শোক
তোমার আমার গলিত অগ্নিকণা
দিশেহারা দাহে হেঁটে যাওয়া সেই লোক
কাঁচ বেঁধে তার আঁচলে না চিনে সোনা
সেই শবদেহ ভস্ম চৈত্র জ্বালা
নিরুপায় ঝড় মোচড়ায় মাথা কোটে
কৃষ্ণচূড়ায় পলাশে আর্তি ঢালা
জানে সেই চাঁদ যদি আজো রাতে ওঠে
যদি পড়ে আছে এখনো আয়ত পাতা

ব্যক্তিগত

আমার শুধু গড়িয়ে যাওয়া
কপোল থেকে পায়ের পাতায়
কেউ না, হাওয়া, কেবল হাওয়া
খরায় বানে বদান্যতায়।
দুঃখে শোকে বধির আমার
শুধু চোখের তাকিয়ে দেখা
গড়িয়ে যেতে যেতে থামার
উপায়বিহীন একলা একা।
এই পরাভব এই অপমান
এই অহেতুক জীবন যাপন
এই অসহায় এই অবসান
কিসের জন্যে উপস্থাপন!
আমার শুধু সারাজীবন
স্তব্ধ গভীর লজ্জানত
আমার শুধু সারাজীবন
অনন্যোপায় ব্যথার ব্রত!

বুক ভাঙা রাত বর্শাবিদ্ধ দেহ
এখনো স্থবির অসহায় নির্মাতা
যদি না ভেঙেছে রক্তলিপ্ত স্নেহ
জানে, আমাদের হিম ক্ষুধার্ত ঢেউ
কীভাবে ছিঁড়েছে অশ্ববর্ম ঢাল
দুমুঠো অন্ন মুখে তুলে দিতে কেউ
ছিল না, হে মহাজীবন হে মহাকাল
তবু কি মৃত্যু ঢেকে দিয়ে গেছে ঘাসে
আগ্নেয় এই আত্মাকে? কোনো ঋতু
মুছে দিয়ে গেছে আমাদের এ আকাশে?
মিথ্যুক, লোকে বলবে, বলুক ভীতু
জানে পথ ধুলো জীবনের থাবা জয়
চতুরতাহীন ধর্ম ক্লান্ত ডানা
অবসান আর অন্ধ আতুরে ভয়
ভাঙাচোরা রেখা রক্তে কালিতে টানা
প্রবাহতরল মৃত্যুর যবনিকা
ছিঁড়েখুঁড়ে আসা প্রিয় আনন্দধাম
দৃষ্টিঅতীত সমুদ্রপট শিখা
জানে ছোলাডাঙা জানে ছোলাডাঙা গ্রাম।

বাংলা

তখন আমরা নেহাতই রক্ত ঢেলা
মুঠিতে টুকরো কাগজ ধুলো ও বালি
তাই যত চাঁই চামচে এবং চেলা
ভেঙেছে বাংলা মরেছে নুরুল আলি।

এখন এ হাড়ে বজ্র না হোক সার
বানাবোই আর ফোটাবো একটি ফুল
সে ফুলের নাম বাংলা, আমরা আর
করবো না ভুল করবো না কোনো ভুল।

স্তোক

খ্যাতি কীর্তি দেয় রাজধানী।
আমি রাজধানীতে যাব না।
যাব না না যাবার সুযোগ
নেই বলে অনৃতভাষণ?
তা মনোবিজ্ঞানী বলবেন।
আমি এই উপলবন্ধুর
মৃতপ্রান্তরের বুকে বসে
এই মৃত নদীদের কাছে
জীবন কাটাব চুপচাপ
দেখব কীভাবে কাঁটালতা
ছেয়ে যায় পাথরের দেহ
কীভাবে ফোটায় লালফুল
পাথরে পাথরে প্রাণ ঢেলে
অনিঃশেষ মানুষী জীবন।
আমি দেখব আমি হাঁটব পাশে
চেয়ে দেখব ছুঁয়ে দেখব তার
অঙ্কুরের গাঢ় অন্ধকার
চূর্ণ করে আলোয় উত্থান।
আমি এই মফস্বল ছেড়ে
মাটির ঘোড়ার মতো কোনো
শহরের বাণিজ্যে যাব না।

দুঃখ

বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।
দেখলাম, খুব রোগা হয়ে গেছে, বিষণ্ণ
শুকনো রুখু চুলে খড়কুটো, কণ্ঠার হাড়ে ব্যথা
কেবল অবিকল রয়েছে সেই হাসিটি।
আমার হাত ধরে সেই রকম হাসলো, ঝাঁকুনি দিয়ে
হেঁটে চলে গেল ভিড়ে সোজা নির্বিকার
একবারো পিছনে না তাকিয়ে।

তোমার আনন্দ

এখন বলতে পারি, জন্ম সার্থক, জীবন ধন্য।
বলতে পারি, আমার দুঃখ আমার সুখ
তোমার দুটি গায়ের পাতায় প্রণাম হয়ে ফুটে ওঠে।
বলতে পারি, আমার হাহাকার
তোমার বেদীতে অঞ্জলি হয়ে ঝরে পড়ে।
বলতে পারি, আমার সারাজীবনের ব্যর্থতা
তোমার পূজা তোমার হোম তোমার আনন্দ।

আমার আকাশ

শব্দহীনতায় ভরে যায় আকাশ।
পাঁজর মুচড়ে প্রার্থনা গুমরে ওঠে ঃ
আমাকে প্রকাশ করো আমাকে প্রকাশ করো
আমাকে প্রকাশ করো।
ভূলোক জ্যোতিষ্কলোক অন্তরীক্ষে
ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং ...
স্তব্ধ আনন্দ কেঁপে ওঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে
শব্দহীনতায় ভরে যায় আকাশ।

ফেরা

শেষ হয়ে আসছে অন্ধকার
শেষ হয়ে আসছে রাত্রি
এরপর ভোর
সামনে আমার গঙ্গা
সারবন্দী নৌকো
এলোমেলো হাওয়া
সন্ন্যাসীর মন্ত্র
স্নান
তারপর সকাল
তারপর ঘরে ফেরা।

ধন্য

তোমাকে জানা হল না ব'লে আমার কোনো দুঃখ নেই।
তোমাকে বোঝা গেল না বলেও আমার দুঃখ নেই।
আমি চিরকাল ফেল করা ছাত্র, চিরকাল অসফল
সহস্র ভুলের ধূসর পাখিরা আচ্ছন্ন করে গেছে আমার আকাশ
বহু অপমান লেগে আছে আমার ভাঙাচোরা ডানায়
পথে পথে উদাসীন ধুলো ছেঁড়া পাতা ভস্ম আর অবসান
আমার দুঃখগুলি আমার সুখ লেগে আছে তোমার মুকুটে
আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি রক্তিম করেছে তোমার উত্তরীয়
আমার জানা না জানার মাঝখানে তোমার রক্তচমকিত রহস্য
আমার বোঝা না বোঝার মাঝখানে তোমার সুষুপ্ত বিরহ
ধন্য আমার জন্ম আমার আঘাত ধন্য আমার অপমান
আমার উপেক্ষা অভিমান হাহাকার আর এই বিষ।

সকাল

এমন সকাল এত সুন্দর সকাল আমি অনেকদিন দেখিনি
কোথাও এক টুকরো মেঘ সেই গুমোট নেই হাওয়া
প্রবল প্রচুর প্রাণবন্ত হাওয়া আর হাওয়ার আনন্দ
পাখিরা ডানা মেলে দিয়েছে সেই হাওয়ার সমুদ্রে
ডালপালাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের খুশীর চঞ্চলতা
সাদা কালো রাঙাগুলি নির্জনতা বিছিয়ে রেখেছে
পথের পাশে মাঠের মধ্যে বনে বনে কৃষ্ণচূড়ার লাবণ্য
সবুজ লাল বাদামী কমলা হলুদ কতো অজস্র নরম পাতা
আজ সকালে চতুর্দিকে আনন্দের আয়োজন শুধু আনন্দ
বড় দেরি হল ঘুম ভাঙতে আমার বড় দেরি হল
অনেক সকাল আমার নষ্ট হয়ে গেছে হারিয়ে গিয়েছে কোথায়!

স্বপ্ন

চোখের পাতার তলে ঘুমিয়ে রয়েছে যেন শিশু।
আমি কি চিরটাকাল এইভাবে জেগেই কাটাব!
স্বপ্ন কার স্বপ্ন কার ব'লে ওড়ে রাত্রির বাতাস।

স্কুল

আমার ক্লাশের জানালা রোজ একটি ছবি মেলে ধরে
একটি মাত্র ছবি তার রঙ পালটে পালটে সে দেখায়
পাহাড়ের শিমুলের কৃষ্ণচূড়া পলাশের নিস্তৃণ মাঠের
আমার চকের গুঁড়ো উড়ে যায় আমার মাংসের
গুঁড়ো ওড়ে অস্থি মেধা প্রতিভার বিষাক্ত রক্তের
শুশুনিয়া পাহাড়ের চূড়া থেকে জটিল লাভায়
সমস্ত আকাশ ছায় টিফিনের বাতাসের চুল
একটি ছবির জন্যে দশ বছর আরো দশ পনেরো বছর
বাসের পাদানি মাত্র সম্বল পায়ের নিচে মুঠোয় হাতল
ঝাঁটিপাহাড়ীর দিন নতুনচটির রাত্রি আর
মাঝখানে একদিন বিরামবিহীন নীল অবসান সুখ
মাটি থেকে তুলে নেয় বালি থেকে ছেঁড়া পাতা থেকে
স্মৃতিশস্যবীজ গুলি ক্লাশের জানলায় উড়ে আসা
পাখিদের দেবে বলে আমার ঝলসানো মাংস ছিড়ে খেতে এলে।

তমসঃ পরস্তাৎ

আজ আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ছাপিয়ে তুমি এসেছ
আজ আমার চিরবিরহের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলেছ তুমি
দেখিয়েছ, যবনিকা বলে কিছু ছিল না কোথাও
বিরহ বলে কিচ্ছু নেই আমাদের, শুধু মিলন
আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে ঘাসে পাতায় মেঘে মেঘে
আকাশে ধরছে না বাতাসে ধরছে না সংসারে ধরছে না
আলোকহীন গতিহীন রূপহীন সীমাহীন স্তব্ধ নিবিড়
সেই আনন্দ আমি সেই আনন্দ তুমি সেই আনন্দ
তোমার আমার ব্যবধানহীন সংসার ধুলোবালি ভুল
এই প্রকাশ এই প্রকাশের ব্যাকুলতা এই আনন্দ
তুমি রটিয়ে দাও রাত্রি, হে আকাশ, নক্ষত্রমণ্ডলী
ছড়িয়ে দাও পৃথিবী, সমস্ত গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আমি নিঃশেষ হয়ে যাই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাই
গিয়ে চুপ করে বসি তোমার কাছে, হে প্রসন্ন
আর সেই বিচ্ছেদ সংকটের মূঢ়তায় যেন ভয় না পাই।

বন্ধুর চিঠি

সে আমাকে চিঠি দিয়ে ঢেকে দেয় চিঠিতে সজল
প্রতিটি অক্ষর দিয়ে ঢেকে দেয় দাহ মর্মরতা।
নির্জন নিঃসঙ্গ পথে বৃষ্টি নামে একটি দুটি সিসু
মন্থর বাতাস মেঘ সুদূরতা জন্মান্তর গ্রাম
ভাঙা নৌকো মজা খাল মৃত নদী ছায়া অবসান
রাত্রির নিজস্ব দুঃখ পথে পথে ঘুরে ঘুরে হাওয়া
অধীর পাতার শব্দ নদীর কিনার অন্ধকার—।
সে আমাকে চিঠি দিয়ে নিয়ে যায় নীরবতাময়
মায়াবী গুহায় আমি যেখানে যাব না বলে আগুনের ফুল
ফুটিয়ে রেখেছি এই বাগানের গাছে গাছে, বিষ
ঢেলেছি শিকড়ে, ভস্মে ভরেছি শরীর শাদা হাড়
প্রতি রাত্রে অভিমানে ভেঙেছি সহজ অধিকার
ঘুমিয়ে গিয়েছি ঘাস মরাপাতা বালির শয্যায়।
মাঝে মাঝে তার চিঠি এমন রোরুদ্যমান, আমি
ভুলে তার হাতে রাখি কলুষ মাখানো এই হাত
স্রোতের বিরুদ্ধে যাই ছন্দ ছিঁড়ে জন্মান্তর ছিঁড়ে।

তীর্থ

এখানে এসো এখানে কোনো কোলাহল নেই
এখানে এসো এখানে কোনো আঘাত নেই
এখানে অক্ষুব্ধ নির্মল সিন্ধুতীরের নির্জনতা
এখানে অত্যুচ্চ গিরিশিখরের প্রসন্নতা
এখানে সমস্ত কান্নার অবসান বেদনার নিঃশেষ
এখানে করজোড়ে দাঁড়াও, আনন্দস্নান করো
নমস্কার করো, দেখো, তোমার শান্তি এবং অশান্তি
তোমার আনন্দ এবং বেদনা, তোমার মান অপমান
দিনরাত্রি জন্ম মৃত্যু ছাপিয়ে সেই আবরণ
ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে উন্মোচিত হচ্ছে।

শ্লোক

আমি আর বলবো না, কেন তাকে এইখানে কেউ
একবার ডেকে এনে দেখায়নি স্মৃতিবিষ কতো
হাড় মাংস খেতে পারে রক্তনীল শরীর, বললেও
সেকি আসবে চুপি চুপি পরাগসম্ভব সেই রাত্রিটির মতো!

আমি আর কোনোদিন ফিরবো না, তুমি থাকো ভুল
দয়া করো, বোলো না সে চাঁদ উঠলে কোনো কথা তাকে
রাত্রির পাথরে থাক চন্দন চাঁপার জল চূর্ণ রাগ চুল
মৃত্যুর এপারে থাকলে, দয়া করো, ডেকো না আমাকে।

আমি আর পিপাসার এই দেহ পরিত্রাণহীন
নেবো না নিজের সঙ্গে, হেঁটে যাবে শববাহকেরা
ছায়া পথে পথে শীতে সারারাত কুয়াশাবিহীন
ফোটা ফোঁটা জলে বুক ধুয়ে নেবে ভোরের মেয়েরা।

সব কোলাহল চুপ আনন্দমুখর দুটি চোখ
ব্যথার শুশ্রূষা শান্তি উপলব্ধি ঐশ্বর্য উদ্ভাস
লেখো নাম শ্লোকোত্তর একটি আনন্দঘন শ্লোক
লেখো শব্দহীন রীতিনীতিহীন চৈতন্য আকাশ।

অবসান

বার বার ফিরে আসি বার বার যাই।
বিচ্ছেদ-সঙ্কট ভেঙে কবে
যাবো আর ফিরে আসবো না?

তুমি কিছু বলো না কেবল
তুমি কিছু বলো না কেবল
ফিরে আসি ফিরে ফিরে যাই

কবে এর অবসান দেখে নেমে আসবে আকাশ
মাটির কিনারে আর বলে যাবে
কোনোদিন বিরহ ছিলো না।

বৃথা

যেমন আচমকা আমার প্রবেশ
তেমনি সহসা আমার প্রস্থান।
তোমরা বৃথাই অপেক্ষা করছ।
বন্ধুরা আমার, শত্রুভাইরা, রাত হল।
আমি একটু নিশ্চিন্ত মনে এবার
মুখোশ খুলে শুতে যাব।

ছবি

মনে পড়ে হেঁটে আসতে মায়াবী লণ্ঠন হাতে রাতে
সামনে পিছনে ধূ ধূ মরা জমি শুকনো খাল ভয়
দুপাশে বিদীর্ণ হাওয়া শীত আর গ্রীষ্মের চাদর
যেদিকে তাকাই শুধু অন্ধকার জটিলতা আর
জোনাকিরা মাথা খুঁড়তো পাতা উড়তো ধুলোবালি ঘাস
লণ্ঠনের আলো কাঁপতো চোখের জলের মতো আর
বুকের ভিতর থেকে ডেকে উঠতো দমবন্ধ পাখি
বুড়ো অশ্বত্থের তলে প্রেতায়িত ছায়ার আকৃতি
মনে পড়ে মনে পড়ে মনে পড়ে হেঁটে আসতে তুমি
আমাদের অভিমুখে আমাদের দুঃখ অভিমুখে
এখানে পৌঁছোবে ব'লে হেঁটে আসতে হেঁটে আসতে তুমি।

একজন কবি

আমার সঙ্গে সেই কবির দেখা হয়েছিল
যে তার বালির শয্যা ধুলোর শয্যা থেকে উঠে এসেছিল
যে হেঁটে এসেছিল সমস্ত পথ
যার আপাদমস্তক লেগে ছিল সজলতা
ক্ষিধে আর তেষ্টার আবরণ ছিঁড়ে
কবিতা লিখেছিল মানুষের জন্যে
হা অন্ন হা ঘরের সেইসব মানুষের জন্যে
যার বেদনায় নীল হয়েছিল আকাশ
যার চোখের তিমিরে জ্বলেছিল সহস্র নক্ষত্র
যার জামায় আস্তিনে লেগেছিল
রক্তলিপ্ত সংঘর্ষের দাগ
শান্তির নিশান

অনেক দিন আমি তার আর দেখা পাইনি।

বীজ

ও এখনো জানে না এ প্রান্তরের দাহ
জানে না নদীর নীল পিপাসা তরল
আতুর অঞ্জলি থেকে প্রবল প্রবাহ
কীভাবে শরীর ছেনে ছড়ায় গরল
ঘাসে ঘাসে ঘর্মাক্ত চাঁদের গুল্মে, তাকে
এখনো বলেনি ওই কৌমার্য-সম্ভব
অধোমুখ টিলা আর এ পথের বাঁকে
কামুক বালির শয্যা জ্যোৎস্নার আসন
ও এখনো জানে না যে কেন ঘুম ভেঙে
এসেছে উদ্দাম হাওয়া রক্তস্বেদ জল
নিরঞ্জন মেঘে মেঘে কুমকুমে কে রেখে
নষ্ট করে ফোঁটা ফোঁটা রাত্রির ফসল
কেউ তাকে শেখায়নি? তাহলে কোথায়
চলেছে সে এত রাতে? জটিল ঝুরি ও নিচু শাখা
ছেয়ে আছে ঃ মুখ বুক উরুদেশ মায়
পায়ের পাতাও নেবে ওর দুটি পাখা।

যে কথা

যে কথা আমি বলতে চাই সে কথা ওই মেঘে
রক্তমেঘে ছড়িয়ে ছিল সারাটা দিনমান
যে কথা আমি বলতে চাই সে কথা ছিল জেগে
আনত ওই শরীরে নিয়ে আহত অপমান।
যে কথা আমি বলতে চাই অনির্বচনীয়
মানুষী ক্ষুধা জড়ায় তার অর্থ পাকে পাকে
আপোষহীন সংগ্রামের শেষের দিনটিও
কাঁপে না নীল সংশয়ের অগ্নিময় বাঁকে।
ফোটায় লাল কৃষ্ণচূড়া ঝরায় রাত্রির
রক্তক্ষত আকাশ বয় বাতাস উদ্দাম
দুঃখ ছেঁড়া সকাল আনে আমার মুক্তির
বার্তা ঃ আমি যে কথা রোজ বলতে চেয়েছিলাম।

বন্ধু

অন্ধকারে বন্ধুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই না
বুঝতে পারি না সেখানে আগুন না সজলতা
শুধু টের পাই একটি বেপরোয়া রেখা
একটি নির্ভিক গানের রেশ
একটি উদ্যত প্রতিরোধের শক্তি
আর কুয়াশার মতো ভালবাসা।

অন্ধকারে বন্ধুর বেদনা অনুভব করতে পারি না
শুধু দেখি তার অগ্নিময় নিঃশ্বাসে
একটি সজল স্বপ্নের দাহ
কঠিন মাটি ফাটিয়ে উঁকি মারা অঙ্কুরের কলরব
মিছিলের ধ্বনি।

অন্ধকারে বন্ধুকে বুঝতে পারি না
পাশাপাশি নিঃশব্দে হেঁটে যেতে থাকি
দুপাশে তৃণহীন প্রান্তর
দুপাশে নিশ্চুপ ছায়া শাখা প্রশাখার জটিলতা
সামনে ভোর নিঃশঙ্ক শুশ্রূষা
পিছনে ওদের ভয়
ওদের আতঙ্ক
অমা-আর্তনাদ।

অভিমান

কাল রাতে অভিমানকে ফেলে চলে এসেছি
বহু দূরে অরণ্য আর টিলায় ঘেরা পাহাড়তলীতে।
আমার দুঃখের শব্দে আঘ্রাণে
আমার গভীর রাতে পূর্ণ দুপুরে
সে কি সহসা চলে আসতে পারে?

যদি

আমার সামনে যারা হাততালি কুড়োয়
মালা গলায় নেয়
আমি তাদের চিনি

আমি জানি ওরা কিভাবে কাঙালের মতো
মঞ্চে জায়গা করেছে
আর এ জন্যে কতখানি চতুরতা কতখানি ধূর্তামি
কতখানি নীচতার আশ্রয় নিয়েছে

এখন ওদের পৌষমাস
এখন বড় ধূম
কবিত্বহীন বিধাতার চমৎকার রসিকতা এখন

আমি কোলাহলে দাঁড়িয়ে কী বলব, নীরবতা!
অপেক্ষা করব?
যদি ছদ্মবেশি সম্রাটের মতো
তিনি ভিড়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

হাসি

নিচু হয়ে কিছু কুড়োলে
তুমি হেসে ওঠো বাংলায়
গল্পের নটে মুড়োলে
দস্যুতা আর হামলায়
ছিঁড়ে ফেলে দাও কবিতা
তাই ওই জল পাতালে
যা গেছে আমার সবই তা
কুড়িয়ে রেখেছে মাতালে
দেখে তুমি হাসো সারাদিন
আরো নিচু হয় প্রান্তর
সেই কি তোমার মায়াধীন?
তুমি হাসো ভাসে ঘরদোর।

পাখিটি

রোজ সকালে পাখিটি যায় দুঠোঁটে তার কুড়িয়ে আনতে
জীর্ণ কাঠি ঘাসের টুকরো কাগজ কুচি পরিত্যক্ত;
ব্যাকুল শাখা দোলায় নিশান হাজার মাইল এই দূরত্ব
পাখিটি তার শিকল পায়ে চেঁচায়, গড়ায়, মুক্তি মুক্তি!

তোমাকে ভালবাসি ব'লে

তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার অসংযম বিষে আকাশের মতো নীল
তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার স্পর্ধা আকাশ মুচড়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়
তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার লজ্জাহীন সুন্দরের অন্তরীক্ষ আবরণ
তোমাকে ভালবাসি ব'লে মাত্রাহীন যতিহীন বিরোধাভাসের এই রুচিরা।

সময়

শহর থেকে উঠে আসছে রাত্রি
পাহাড় থেকে নেমে আসছে চিতা
আকাশ থেকে মত্ত নীল ঘূর্ণী
মিলিয়ে যায় পিছনে পা'র শব্দ

কে আছো পাশে কে আছো ভাই ডাইনে
কে আছো বাঁয়ে সামনে শুধু হাঁটছি
ধুলোতে পথে বালিতে পদচিহ্ন
মিলিয়ে যায়, মিলায়? নাকি রইল?

এখন বনে কৃষ্ণচূড়া ফুটছে
দিগ্বিদিকে রাস্তাগুলি ছুটছে
আকাশ নেমে মাটিতে খুঁজে শান্তি
তুমি কি ঝুঁকে বিপজ্জনক দেখছো?

খুলেছে কেউ একাকী তার দরজা
দেখেছে কেউ লুকিয়ে আছে মুক্তি
গাছেরা ছায়া গুটিয়ে ভয়ে রাখছে
দোলায় কেউ অগ্নিময় বর্শা

শহর থেকে উঠে আসছে রাত্রি
গ্রামের থেকে উঠে আসছে ধামসা
পাহাড় থেকে নেমে আসছে ঢল
ধনুক করো আমার শিরদাঁড়া।

পুরী

গত বছর এদিন ছিল সমুদ্র
গত বছর আমরা সবাই সমুদ্র
আমরা সবাই সমস্ত দিন দিনান্ত
এমনি দিনে সমস্ত মন সমুদ্র
আজকে স্মৃতি উথালপাথাল সমুদ্র।

বেঁচে থাকা

লুকিয়ে তুমি কবিতা পড়ো রাকা
এই অপরাধ ছড়িয়ে যেতে পারে
কৃষ্ণচূড়ার অগ্নিময় শাখা
রটায় যদি রাতের পারাপারে
আকাশ থেকে সহসা দেবলোক
নামবে না তো নিয়ে আলোকযান?
ঝরতে রাতের অঝোরে দুই চোখ
ঝরতে পারে স্বর্ণলতা ধান।
লুকিয়ে তুমি কবিতা পড়ো বলে
রাতের শেষে ব্যাকুল ভোর, রাকা
মাটিতে ধান শাখায় ফল ফলে
শুশ্রূষায় আমার বেঁচে থাকা।

তুমি

যখন ছিল না কেউ কাছে
তুমি ছিলে নিঃশ্বাসের মতো।
ছিল না একটু ছায়া মেঘ
কোথাও সজল মর্মরতা
শুধু দিন শুধু রাত দিন
দাহ আর দাহ আর হিম
তুমি ছিলে তুমি সহিষ্ণুতা।
তুমি আছো এই স্পষ্ট বোধ
কোলাহলে বদ্ধ বধিরতা
তুমি আছো এই যে আলোক
অন্ধকারে আহা কি শান্তির।
আজও আছো তবু কষ্ট হয়
তীক্ষ্ণ স্রোত দাঁতাল পাথর
অন্ধকার এলোমেলো হাওয়া।

পাখি

তবুও ধর্মের কাছে উড়ে আসে ডানাভাঙা পাখি।
কয়েকটি পালক তার খসে গেছে অন্ধকার পথে
ঝরেছে রক্তের ফোঁটা পথে পথে মাথা কুটে কুটে
ভাসিয়ে দিয়েছে তার শুকনো লতা তন্তুময় বাসা
কোষে কোষে ঘূর্ণী ভয় আতঙ্ক সংকেত ঘন ছায়া
তবুও ধর্মের কাছে উড়ে আসে পৌরাণিক পাখি।
ধর্ম তাকে কি এমন দীক্ষা দিয়েছিল যে সে রোজ
দাহ্য পালকের দেহে উড়ে উড়ে জ্বেলেছে আগুন
প্রতিটি তারায় আর ঘুরে ঘুরে এইখানে নেমে
ছড়িয়ে দিয়েছে মৃত্যুবীজ? কে আশ্রমবাসীরা
ব্রহ্মচারী করে নিতে সংশয়ে দুচোখ বুজেছিল
মেঘ ঢেকেছিল চাঁদ ঝড় এসেছিল ধুলোবালি
এলোমেলো গতিপথে দেহ তার চূর্ণ হতে হতে
ধর্মের জটিল জলে পড়েছিল বাঁচতে আবার।
ধর্মের পাখি কিংবা পাখির ধর্ম নিয়ে সমস্ত শেয়াল
প্রেতায়িত সেই রাতে বিতর্ক করেছে; জলে ভেসে
দেখেছে আহত পাখি তীরে তীরে আগুনের চোখ
লালসায় লালা জিভ নখ লোম ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়
শকুনের হিম ছায়া চক্রাকার মানুষের ছায়া
মানুষের? শেয়ালের শকুনের? এই বিভ্রমের
হাত থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে দিয়েছে ঝাঁপ জলে।

লেখা

আমার ভিতর দিয়ে কথা বলবে সত্য
আমার ভিতর দিয়ে কথা বলবে সময়
আমার ভিতর দিয়ে কথা বলবে একটি মানুষ
যাকে কেউ তার আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র দেখতে দিলো না
আমার ভিতর দিয়ে কথা বলবে একজন
অভিরুচিহীন যে তার ভ্রমণ শেষ করে চলে গেল
স্তব্ধ আনন্দের গম্ভীর বেদনায়
আমার ভিতর দিয়ে আজ কথা বলবে তুমি

তাই আমার মৌন রোদন সজল মুখরতায় চঞ্চল
তাই লিখতে হচ্ছে দুঃখ লিখতে হচ্ছে মৃত্যু
লিখতে হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার প্রপন্নার্তি
হে সময়, তুমি মার্জনা করো আমাকে
আমার নিজস্ব কথা এই সবের ভিতর থেকে
খুঁজে নিয়ে পড়ো তুমি—তুমি পড়ো।

অশ্বত্থ

আমি ওই অতিবৃদ্ধ অশ্বত্থের কাছে দীক্ষা নেব।
ও আমাকে জন্ম থেকে দেখেছে, আমার
সমস্ত অপাপবিদ্ধ দিনগুলি ও রেখেছে জটিল শিকড়ে
সহস্র শিরায়। আমি সমস্ত অপাপবিদ্ধ রাত
গচ্ছিত রেখেছি ওর করতলে বল্কলে ব্যথায়।
আমি ওই প্রবৃদ্ধের কাছে গিয়ে নতজানু হবো।
আমি ওর ছায়াতলে বুদ্ধের মতন বসবো
পিতৃপুরুষেরা
ঝরাবে সহস্র স্নেহ শুশ্রূষায়, গাঢ় হবে ধ্যান
গাঢ়তর হবে স্বচ্ছ ধারণার মায়ালোক—তা'পরে শরীর
একটি পাতার মতো খ'সে যাবে তলে তার সমাধির দেশে।

চিঠি

মাঝে মাঝে মনে পড়ে, সারাদিন দুহাত পিছনে
ঝুঁকে, মুখ মাটিতে, বারান্দা জুড়ে পায়চারি আর
দূরে পাহাড়ের পারে সূর্য গেলে চাঁদ এলে বনে
ব্যাকুল অশ্বত্থ তলে চেয়ে থাকা সেই প্রতীক্ষার

কীসের প্রতীক্ষা সেই সন্ধ্যাবেলা? মাঠের শেষে কী
দুলে উঠবে লণ্ঠনের মায়াবী আলোক আর তাকে
এক টুকরো কাগজের কালিতে দেখব? তবে সেকি
সারারাত কৌটো ভরে গন্ধে ভরে দেবেই আমাকে!

অক্ষরমালা

স্পর্শভীরু অক্ষরের সেই গন্ধ আমাকে পাগল
করে সারারাত ঘুরত বুক জুড়ে দুটি চক্ষু জুড়ে
আমাকে অস্থির করত অক্ষরের অশ্রু আর জল
একটি যন্ত্রণার ধূপ সারারাত কেন যেন পুড়ে

স্পর্শভীরু অক্ষরের সেই চিঠি কাঁদাত আমাকে
সহস্র দরজা খুলে ডেকে যেত অকূল অস্থির
ঘুমন্ত নদীর জলে নীল পাহাড়ের স্তব্ধ বাঁকে
রক্ত মেঘে জলে জন্মে জন্মান্তরে; আমি কি বধির?

যে আমাকে ডেকে ডেকে সারা হতে হবে সারারাত
আমি কি জানি না কিছু যে আমার জন্যে মেঘে মেঘে
এত বন জঙ্গলের আয়োজন এত গিরিখাত
প্রতিটি অক্ষরে এত অশ্রুবাষ্প থাকতে হবে লেগে!

এইভাবেই

এইভাবেই আরো কয়েকটা দিন কিংবা মাস কিংবা বছর
এইভাবেই বিবর্ণ নৌকো জীর্ণ দাঁড় ছেঁড়া পাল স্রোত
কোথাও আগুন নেই অথচ দাহ কোথাও বরফ নেই অথচ হিম
দুর্বোধ্য উত্থান নেই দুরূহ বাঁক নেই মন্থর স্রোত
এইভাবেই জন্তুর মতো পোকামাকড়ের মতো মানুষের মতো পাথরের মতো
কয়েকটা দিন কিংবা মাস কিংবা বছর কিংবা যুগ
কী বিবর্ণ কী বিষণ্ণ কী মলিন কী গতানুগতিক
হে উজ্জ্বল সংঘর্ষ, হে সংঘাত, হে নিষ্ঠুর আঘাত ও বেদনা,
এইভাবেই অপেক্ষা তারপর অপেক্ষা আর অপেক্ষা আর ...

নিয়ম

আর কোনোদিন তুমি আসবে না। তবুও দুপুর।
আর কোনোদিন তুমি আসবে না। তবু আয়োজন।
এই পথ বুক পেতে বহুদিন অপেক্ষায় আর
অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্ষয়ে যাবে চিহ্নহীন হবে।
আর কোনোদিন তুমি আসবে না। এমনি নিয়ম।

দেখিনি, দেখিনা

আমি ঢের দিন সেই কাঠকুড়োনির মেয়েটিকে
মহুয়া গাছের নিচে আমার দুঃখের উপমায়
উদাসীন হেঁটে যেতে দেখিনি। এখন কবিতার
প্রতিটি প্রতীক সুখী প্রতি চিত্রকল্প সুখী আর
অন্যনিরপেক্ষতার ছন্দ ভেঙে প্রতিভার নামে
চতুর গলির খাঁজে পথে পথে ঘাম নুন লালা।
তাকে আর অন্ধকার বৃষ্টিময় শীতের হাওয়ায়
রক্তলাল ধুলোবালি তামাটে দুপুরে কোনোখানে
হেঁটে যেতে বসে থাকতে উদাসীন দেখিনি, দেখি না।

পৌত্তলিক

সবাই পেরেছে, কেন তুমি পারবে না।
তুমি তো আলাদা নও, যে তোমাকে দেবে
উপুড় উন্মুখ এই কান্না ফেলে, সুখ
মাংসল বর্ণাঢ্য ঘন লালাময় আর
অন্যনিরপেক্ষ স্থির প্রতিভার গাঢ় অধিকার।
তুমি তো চাওনি শুধু কেঁদে গেছো নিরঞ্জন জলে
তুমি তো খোঁজোনি শুধু দেখো গেছো কীর্ণ ভূমণ্ডলে
সমকাল তটরেখা, পর্যাকুল সিঁড়ি
সুদূর শেকড় থেকে উঠে গেছে কলকাতায় ছলে
তুমি পৌত্তলিক শুধু বাঁকুড়ার মূর্তি ভালবাসো।

রচনা

ছুটি ফুরোবার আগে আমাদের যেতে বলা হলো
ডাকবাংলো ছেড়ে, যেতে বলা হলো, কিন্তু সব ট্রেন
পৃথিবীতে আপাতত বাতিল হয়েছে। আমাদের
এখনও ভ্রমণসূচী অপরিবর্তিত আছে ভেবে
বেদনায় ভোরবেলা হেঁটে যেতে যেতে দেখা হলো—
যা দেখা না হলে এই স্তোত্র রচনার জন্য সময় হতো না।

শাদা পাতা

যে জন্যে সমস্ত দিন পথে গেল যে জন্যে রাত্রির
পরাগসম্ভব স্বপ্নে ভোর হল কঠিন আলোয়
সে কথা গেল না লেখা পড়ে রইল শাদা পাতাগুলি
জ্যোৎস্নার মতন শান্ত বেদনার আশ্লেষ জড়ানো।

কোথাও কি কথা ছিল? মনে পড়লে বিস্মৃতির ঘুম
চোখের পাতায় গাঢ় নেমে আসে, সমস্ত দুপুর
লিখে রাখে অভিশাপ লিখে রাখে ভুল লিখে রাখে
নৈঃশব্দ ঘুঘুর ডাক অন্যমনস্কের দুটি মেরু।

যে জন্যে তাকিয়ে থাকা নিষ্পলক যে জন্যে কান্নার
প্রপন্নার্তি প্রয়োজন প্রিয় শস্য পৃথিবীর ভুল
সে কথা হলো না লেখা, বেদনা-সর্বস্ব শুধু কালি
আষাঢ়ে ভাসিয়ে দিল অবসান শোনিতাক্ত ব্রত।

টেবিলের শাদা পাতা, দয়া করো, এবার আমার
বিশ্বাসের বীজগুলি নষ্ট করো—পশম কার্পাস
আমি মন্দিরের মানে পূর্বসূরীদের কাছে জানি—
দ্রাক্ষারস মহামাংস আগুন চৌষট্টি গূঢ় কলা।

যে জন্যে, সমস্ত দিন ভেঙেছি পাথর-সিঁথি-পথ
যে জন্যে, বিশ্বাস করো, দীক্ষা নিয়ে এসেছি নিষ্পাপ
যে জন্যে বিরোধাভাসে রচনা, হে প্রতিভাসঙ্কাশ
তার মূল্য শাদা পাতা মায়াবীজ নিরঞ্জন জবা!

অপেক্ষা

আমার বন্ধুর নাম অপেক্ষা আমার ভালবাসার নাম অপেক্ষা
আমার প্রেমিকার নাম অপেক্ষা আমার কবিতার নাম অপেক্ষা
আমার গ্রামের নাম অপেক্ষা আমার শহরের নাম অপেক্ষা
আমার স্বদেশের নাম অপেক্ষা আমার জন্মের নাম মৃত্যুর নাম
এবং জন্ম মৃত্যুর মাঝখানের এই রক্তচমকিত প্রান্তরের নাম অপেক্ষা
আমার বাড়ির নাম অপেক্ষা জীবিকার নাম অপেক্ষা
জানালার নাম অপেক্ষা আকাশের নাম অপেক্ষা টেবিলের নাম অপেক্ষা
শাদা পাতার নাম অপেক্ষা শাদা পাতার নাম অপেক্ষা শাদা পাতার নাম ...

গহ্বরের দিকে

গহ্বরের দিকে যায় চতুর্থ শীর্ষের সম্মেলন
গহ্বরের দিকে যায় পৃথিবীর বিকলাঙ্গ শিশু
গহ্বরের দিকে যায় মাঠ ভেঙে প্রেমিক প্রেমিকা
গহ্বরের দিকে যায় সহমরণের কোলাহল।

কেন গহ্বরের দিকে যায়? কেন এই চতুর পতন?
পতনের শব্দগুলি শুধু অনুদিত হয় আজ
মানুষের অজস্র ভাষায় মানুষের গূঢ় প্রার্থনায়
ছাপা হয় কোলাহল বাড়ে রক্তে ভেজে কবির দুচোখ।

রুদ্রাক্ষের ফুল ফোটে পাথর ফাটিয়ে নামে ঢল
একটি নিঃসঙ্গ সিসু ডালে তার নামহীন পাখি
এসবও কি অন্তিমের দিকে? ছোট ওই পাখিটির গান?
বিষাক্ত পাতার বনে পাতাকুড়োনির ওই মেয়ে?
শুধু চলে যেতে যেতে রক্তে ভেজে কবির দুচোখ!

সেতু

অভিমানের কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে আজ সেতু
কী করে যাব তোমার কাছে কী করে হব পার
দুরূহ স্রোত কঠিন কালো, দাড়িয়ে সেই হেতু
শরীর নিয়ে সমুজ্জ্বল আহত আত্মার।

অভিমানের কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে আজ সব
কতো যে নীল এসেছে আজ আকাশ থেকে নেমে
কতো যে ব্যথা বেদনাভরা কতো যে অনুভব
স্মৃতিতে ধরে! কতো যে তাপ মাটিতে ঘন প্রেমে!

অভিমানের কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে আজই নাকি?
আসিনি আমি হাজারবার ভস্ম থেকে উঠে?
এই যে স্রোত এই যে সেতু বিরহাতুর পাখি
এই যে ডাকে সারাজীবন ব্যাকুল করপুটে

এর কি মানে আমাকে করে নষ্ট তুমি নিজে
অনধিগত অশ্রু জলে বেদীতে যাবে ভিজে!

ট্রেন

সমস্ত ছুটির দিনে বেশি শব্দ করে যায় ট্রেন
পাহাড়ের দিকে ছুটে সমুদ্রের দিকে ছুটে শহরের দিকে।
আমার জানালা খোলা সারাদিন সারারাত শুধু
জানালায় চেয়ে থাকা বই আর শাদা পাতা আর
দু'একটি পয়ার কিংবা স্বরবৃত্ত বাঁকুড়ার প্রবাদ গরমে
বাঁকুড়ার রক্তক্ষত মাঠে মাঠে আনত চোখের বাষ্পে হাঁটা।
জেগে থাকা গাঢ় রাতে ছুটির আকাশ-মাটি ছিঁড়ে
ট্রেনগুলি ছুটে যায় দিগ্বিদিকে পাহাড়ে সমুদ্রে বনে বনে
আমি আর রেবা ছাতে বসে থাকি গ্রীষ্মে তাপে, চাঁদ ডুবে যায়
একটি পাখির ডাকে ঝরে পড়ে আমাদের পায়ের কাছেই
আকাঙ্ক্ষার মায়াবীজ, নষ্ট করি, ট্রেন চলে যায়
কাদের ও ট্রেন? ওরা কেন ফিরে ফিরে আসে? ছিঁড়ে চলে যায়
আমাদের মৌন স্থির স্বপ্নভুক বিশ্বস্ত জীবন?

কিশোর

একটি কিশোর হেঁটে মাঠ ভাঙে নদী ভাঙে বন
প্রান্তর পেরিয়ে যায়, সোনার ধুলোতে ছায় মুখ
রোদে পোড়ে জলে ভেজে থামে না সে রাগী রাগী মন
ব্যথায় আনন্দে দুঃখে জটিল জলের ভারি বুক

বড় বেশি একাকী সে কাঁদে খুব নিচু খাদে, তাকে
কে শিখিয়ে দিল কোন্ গূঢ় মন্ত্র তার কানে কানে
কে তাকে বিঁধিয়ে দিল রক্তলাল আশ্লেষের পাকে
বাজালো আনন্দভেরী ছিঁড়ে 'স্তব' শব্দটির মানে।

খাম

একটি শাদা খাম তার ভেতরে একজন
একাকী কিশোর তার মায়াবী আগুন
দাহ হিমস্বপ্ন ব্যথা ফোঁটা ফোঁটা ভয়
আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুনয়
ঝরে শুধু ঝরে আর ঝরে ঝরে যায়
শাদা খাম ভরে ওঠে রক্তের ছিটায়।

ব্যবধান

মনে পড়ে সেই রণথমভোর দুর্গ?
মনে পড়ে সেই আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি?
মনে পড়ে আর চরাচরে অবলুপ্ত
এ পথের দুটি ব্যবধানময় প্রান্ত।

রঘু ডাকাতের গল্প

ওই যে আদিম কালো রোগা ঢ্যাঙা লোকটি তাকিয়ে আছো দূরে
ওর নাম রঘু। আমরা ছেলেবেলা ওকে রঘু ডাকাত বলেছি কতোবার।
ও এখন ডাকাতি ছেড়েছে, ওকে সামাজিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এখন।
বনরক্ষকের কাজ করে রঘু।
তাই ওই জঙ্গলের ধারে বসে আছে।
জঙ্গল অরণ্য ওকে তীব্র আকর্ষণ করে কেননা সে পুলিশের ভয়ে
অরণ্যে লুকিয়ে থাকতো, অরণ্যই তার বাড়িঘরদোর সমস্ত সংসার।
দেখেছে সে অভ্রভেদী শাল সিসু পিয়াশাল সেগুন অর্জুন
কেমন মায়াবীনি ঘন ছায়াসিক্ত তরুতলে শুয়ে শুয়ে
শিরিষের ফুল
ঝরেছে সর্বাঙ্গে তার গামার ও ঘোড়ানিম শিমুল কাঁঠাল মেহগিনি
আর বট অশ্বত্থ পাকুড় শ্বেতী শাল, রঘু সুস্বাদু আমের
জামের ও নারকেলের স্মৃতি নিয়ে বসে থাকে এলাচি ফুলের
গন্ধ তাকে নিয়ে যায় সুদুর অরণ্যলোকে জামরুল হিজলের বনে
কৃষ্ণচূড়া পলাশের কাঞ্চনের অশোকের ছাতিমের মুচকুন্দ গাছের
কতো যে নিবিড় মায়া, মনে পড়ে দেবদারু করঞ্জ রুদ্রাক্ষ মালগিরি
বহেরা বকুল চাঁপা রাধাচূড়া কর্পুর ওদল ময়না নিম
রঘু সব চিনতে পারে কাকে বলে রেনট্রি গাছ
কাকে বলে গোকুল, কদম
মহুয়া তো তার অতি প্রিয় গাছ তাল আর খেজুরেরও
নেশা জমাবার শক্তি বেশ
এছাড়া চিকরাসি কাজু সিধা জিগনী নেতারা মাদার সুবাবুল
পানিসাজ হাতিসুর গর্জন হলুদ চালতা ডুমুর মান্দান চাপালিকা
কুন্দি ও কান্দুর মধ্যে পার্থক এখন রঘু অনায়াসে বলে দিতে পারে
আমাকে তো রঘু ঢের পাকাশাজ বকমূল লালী টুন ভদ্রাশী খয়ের ফালাকাটা
এখন চিনিয়ে দেয়; আমি ছাত্রদের নিয়ে বনে গেলে রঘু
বাঙালী চাষীর মতো কথা বলে; উচ্চারণ করে গ্লিরিসিডা
সুখোডিয়া জাকারান্ডা টোটোলা মিঞ্জিরি ওক বটলপ্রাশ ঝাউ
কী সুন্দর এলোমেলো, লোভ দেখা আতার, নোনার
কুল ও করমচার আমলকির সফেদার জলপাই কুলের
বলে, চাষ করো, বলে, ভালবাসো গাছ, বলে, এমন সুন্দর কাজ নেই

বলে আর চেয়ে তাকে রাঢ়ের রুদ্রাক্ষ রৌদ্রে তামার থালার মতো
আকাশে যেখানে
তার এই বনভূমি মেঘ আনবে বৃষ্টি আনবে সবুজে শ্যামলে দেবে ভরে
রাঢ় বাংলা রূপবতী হবে আর আল্লার মুখের দিকে তাকাতে হবে না

এ অরণ্য এনে দেবে গাঢ় রৌদ্রে সোনা ধান দীঘিতে ও কালীদহে জল
বউকথা কও পাখি চোখ গেল সুন্দরী ভারুই মাছরাঙা
মধুকূপী ঘাসে ছাওয়া ঘন মাঠ শাপলা শালুকে ভরা দীঘি
পাড়াগাঁর চালে ছাওয়া সোনাখড় উঠোনে সবল শিশু লক্ষ্মী বউ গাই
তুলশীমঞ্চ লাউমাচা নবান্নের পরবের বাংলা আর সেই
রঘুর স্মৃতির শিউলিঝরা শরতের বনে তার বধূটির মধুমুখ
যাকে সে হারিয়ে ফেলে একা আজ বেদনায় অরণ্যের কাছে।

কর্পুর গাছের ছায়া

কর্পুর গাছের ছায়া ঘন হয়ে আছে বলে দুটি ফিঙ্গে পাখি
দুপুরের ঘুম চোখে চেয়ে আছে মাঝে মাঝে ঘুরে
দেখে নেয় আশপাশ মানুষের আনাগোনা মাঠের উদাস
অদূরে রেনট্রির ডালে চুপিচুপি চেয়ে থাকে পেঁচা
লাফায় চড়ুইগুলি অকারণ ঘাড় গুঁজে শুয়ে থাকে কাক
দুপুরের রোদ মরে তাত কমে হাওয়া আসে এলোমেলো আর
আমার পাখির দেশে ডানায় ডানায় পড়ে সাড়া
বাসায় ফেরার ঃ সন্ধ্যা নেমে এলে আমি আর এই
কর্পুর গাছের ডালপালাগুলি চিঠি পড়ি রাত্রি দেবতার।

ভ্রমণ

আমি তো যাবই সঙ্গে যাবে এই উদাসীন মৌন হাহাকার
তুমি কি মানিয়ে নিয়ে যেতে পারবে অত পথ দুঃখে রেখে হাত?
তুমি কি রুদ্রাক্ষ গাছ চেনো, প্যাগোডাট্রি দেখেছ কখনো?
আমি সঙ্গে থাকা আর না থাকা সমান মনে হলে
নীল জলাভূমি থেকে উঠে আসবে দেখো দেবদূত
তোমাকে দেখাবে কতো ছায়াসিক্ত সিঁথিপথ লতাতন্তু রঙিন পাথর
পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসবে দেখো সরোবর
তোমাকে শেখাবে স্নান নাগেশ্বর বনের ভিতর
রক্তাভ চাদের পাশে উড়ে যাবে ছেঁড়া শাড়ী বৃষ্টি আর ঝড়ে।

তোমাকে

কয়েকটি বিশ্বাসে ভর করে আমি এত দূরে এসেছি এখানে।
এখন সেগুলি গলে ক্ষয়ে গেছে ঠুকরে খেয়ে নিয়েছে অনেকে
এবার কি তবে আমি ফিরে যাব? ইচ্ছামৃত্যু নেব নাকি? কার
চিঠি আসবে এত দূরে টেলিপ্রিন্টারের ডাক? আর ফিরবো না।
এখানে ব্রাহ্মণ নেই চণ্ডালও না গৃহী নেই সন্ন্যাসীও নেই
উদাসীন রমণীর চোখে পৃথিবীর অশ্রু জ্যোৎস্না নীল ভোর
সবুজ আত্মার ঘাসে মাঠের শরীরময় বেদনার আনন্দ প্রহর
ভূস্পর্শ মুদ্রায় নত শাখাগুলি চুম্বনে অধীর আঁকাবাঁকা
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখা দুঃখী মেধাবী সিলভার ওক ফুল
ফেলে আর কোথা যাব? যেক'টি বিশ্বাস ফিরে যেতে বলে রোজ
ওদেরও গলিয়ে নেবে যাদুকর চোয়ালের চাপে হবে গুঁড়ো
ফিরে যেতে যেতে, তাই আর ফিরবো না আমি, বায়ুদূত, শোনো
আমার সময় কম অথচ প্রারব্ধ আর অবরুদ্ধ কাজের চাপ বড়ো
তাছাড়া শুশ্রূষাকারী পাখিটি আমাকে শুয়ে থাকবে বলে আর
চুপচাপ দাঁড়াতে বলে শুক্লপক্ষ প্যাগোডাট্রি তলে
লিখতে দেখলে রেগে যায় জ্যোৎস্নার আশ্লেষমাখা নদী
অভিমানে ফেটে যায় গড়ায় আচ্ছন্ন লাল শত শত পাতা
প্রান্তরে প্রান্তরে আমি ডুবে যাই বুক গলা, আমি কি একাই
ডুবে যেতে থাকি? ওকে ডুবে যায় খুব কাছে নাগালের আত্মার তলায়?
আমি কি বাঁচাবো ওকে, জানি আমি ছুঁতে গেলে এক লক্ষ অবৈধ ভ্রমর
একসঙ্গে বেজে উঠবে টি টি পড়বে তল্লাটে আকাশে
সমস্ত বাতাসঋতু ছুটে আসবে করপুটে লুকোতে প্রকৃত সত্য। তুমি
জানো কেন যায় দিন রাত্রি যায় বাষ্প মেঘে বিশ্বাসের দুঃখী মৃতদেহ।

দুর্বলতা

আমাকে তোমার কেন এত ভয়? আমি কোনোদিন বলবো না
ছুপিয়ে নিয়েছ ওই উত্তরীয় কিভাবে কোথায় কার কাছে।
তুমি যত্ন করে গড়ো মন্দির প্রতিষ্ঠা করো দামী মূর্তি, আমি
অক্লান্ত অনীহা দেব তোমার লৌকিক স্বেদ শ্রমজল মুছে নিতে নিতে।

সম্ভাব্য

আজ এক বছর আমার মৃত্যু হতো
শেঠ সুখলাল করোনানী না ফেরালে
এই শাদা পাতা চিরকাল শাদা র'তো
বাগানের জবা জ্বলে যেত ঠিক লালে।

আজ আমার ছোট মৃত্যুবার্ষিকীতে
একটি কবিতা হয়তো বা হতো ভারী
একজন শুধু ঋণ শোধ দিতে দিতে
ভাসাতো জন্ম। তা দিলো না সার্জারি।

অনাধিগম্য

সব কিছু ছিল না আসার উপলক্ষ।
সব কিছু ছিল চতুর ছলনা জানতাম।
তবু নীলে ঢেকে রেখেছি ব্যথিত অম্বর
তবু খুলে রেখে রয়েছি এখনো দরজা
তবু বসে আছি দাওয়ায় তাকিয়ে শান্ত
তবু ভিড়ে ঘুরি কোলাহলে শুধু দেখতে।
সব কিছু যায় বৃথাই, বাতাসে বিদ্রূপ
পরিহাসপ্রিয় নদী নারী আর সংসার
শুশ্রূষাহীন হাহাকারে কাঁপে ওষ্ঠ।
তবু তুমি আজও আছো উপাসনাযোগ্য
শুধু এইটুকু আমার অনধিগম্য
বাকি সব কিছু চতুর ছলনা জানতাম।

অভিশাপ

পথে নেমে ভুলে গেছি ওই জল অভিশপ্ত ছিল
ওই মাটি কোনোদিন কারো কাছে মুখর ছিল না
শরীরে আগুন বিষ অভিমান দাহ্যমূল চিতা
আত্মায় নিহিত জ্যোৎস্না অশ্রু অনুকম্পা অনুচ্চার
ঢের বেশি জানা হল অনেক অধিক দেখা হল
অভিশাপ ছিল বলে ওই অভিশাপ ছিল বলে।

মিল

ভেবেছো আর একটু গেলে জল
দূরে সরে গেছে মরীচিকা
ভেবেছো রাত্রির শেষ হবে
একি দিন একি দগ্ধ দিন!
কিছুই মেলেনি আজীবন
ধুলো বালি আঁধার কুয়াশা।

চেনা

ওই যুবকের ছেঁড়া সার্ট
ওর ওই ক্ষয়াটে মুখের
ভাবলেশহীন নীরবতা
হেঁটে যাওয়া শুধু হেঁটে যাওয়া
আমার যে চেনা লাগে খুব
তার মানে আমিও সেদিন
ওরকমই হেঁটেছি ওপথ।
আজ ওকে সরে যেতে ক্রোধে
মার্ক ফোরে হর্ন বাজাতেই
এ জীবন ভেঙে চুরে যায়।

বন্ধন

আমাকে রেখেছ মনে এতদিন মৃত্তিকা আমার!
আমাকে রেখেছ মনে এতদিন আকাশ-জননী!
রেখেছ স্মৃতির জলে আজও তুমি গন্ধেশ্বরী নদী?
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ তুমি আজও তবে ভোলোনি আমাকে
রাতের তারারা শাদা শীর্ণ পথ তুমি কাঁটালতা
ভোরের ভারুই পাখি বৃষ্টিময় অন্ধকার দিন
এখনও শুশ্রূষা হাতে চেয়ে আছ সিক্ত পরাভূত!

বোকা

কি জানি এখানে এসে কেন যেন হয়ে গেছি বোকা।
তবে বেশ ভালো আছি। বোকা-হাবাদের আজ কেউ
কিনে নিতে চায় না ও ফিরেও দেখে না জানে ওর
দ্বারা কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। চালাক চতুরেরা
চিরদিন মানুষের সেবা করে সেবা ক'রে ফুলে ফেঁপে ওঠে
বোকারা তাকিয়ে দেখে শিরোধার্য জটিল প্রতিভা।
এই বেশ ভালো আছি শ্রুতিহীন দৃষ্টিহীন একা
যূথবদ্ধহীন যেন সত্তাহীন, জ্বেলেছি আগুন
নিভৃতে পথের ধারে অন্ধকার আতুর কুটিরে
নির্বন্ধের মতো নামবে রাত্রি জানি অন্ধ হিমযুগ।

ব্যথা

পথে যেতে যেতে এই ব্যথা এসে কেন যে আমাকে
জড়ালো সর্বাঙ্গে এত মমতায়! শব্দ করে বাজে
সবাই তাকায় সব দুরূহ জটিল বাঁকে বাঁকে
ডানা ভেঙে পড়ে যেন অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে।

পথে চলে যেতে যেতে এই ব্যথা আমাকে জড়ালো
মাটিতে আকাশে তার মায়াবীজ নিবিড় ছড়ালো।

অরবিন্দের গানে

(অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়কে)

আমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে
দেখেছি, অনেক রাত হয়ে গেছে, নদী
কেঁদে কেঁদে সারা, অশথতলা দিয়ে
সরু শাদা পথ চলে গেছে যে অবধি
সেই ছোলাডাঙা বসে আছে অভিমানে
আমার বন্ধু অরবিন্দের গানে।

আমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে
দেখেছি, শান্তিনিকেতনে বিঁধে যায়
কী অলক্ষ্যে সেই তীর বিষ ঢেলে
রক্তলিপ্ত দ্রবীভূত পিপাসায়।
আমি বুঝি তার নিভৃত শান্ত মানে
আমার বন্ধু অরবিন্দের গানে।

আমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে বসে
দেখেছি, বাঁকুড়া শহরে সহসা একি
রোদন মৌন তারারা পড়েছে খসে!
চোখের জলের চাইতে কিছু কি মেকী
আছে পৃথিবীতে?—এই কথা বাজে কানে
আমার বন্ধু অরবিন্দের গানে।

আমি তাকে নিয়ে কবিতার লেখার গ্লানি
ছড়িয়ে দিয়েছি বিষাক্ত করপুটে
সে আমাকে তাই ক্ষমা করে দেবে জানি
ঠিক সেইভাবে গান থেকে নিজে উঠে।
সব শুষে নেয় সব স্মৃতি অবসানে
আমার বন্ধু অরবিন্দের গানে!

শান্তি

বাস্তু ভেঙেছি নিজে হাতে আর
জমি জমা গেছে বর্গায়
পথে ঘুরে পুড়ে ভেবেছি এবার
সত্যপীরের দরগায়
লুকোবো নিজেকে ক'টা দিন যদি
কবিতার ভূত ঝুপঝাপ
আর কারো কাঁধে চেপে যায়, বসি
কাঁসাইয়ের তীরে চুপচাপ।

একা

আমি ওই ভিড়ে কোলাহলে
না গেলে তোমার কাছে আর
তুমি কি কখনো কষ্ট পাবে?
যদি আর কখনো তোমার
খুব কাছে গিয়ে চুপচাপ
না বসি না দেখা করে আসি
তুমি কি আমার কথা ভাবো?
যদি ভুলে যাই কোনোদিন
যদি চিনতে না পারি কোথাও
কষ্ট পাবে? তুমি কষ্ট পাবে?
এই যে না ঘুমিয়ে কাটাই
এই যে ব্যথায় জ্বলে মরি
তোমার ভুবনে সেই তাপে
পাতা ঝরে? উড়ে ধুলো বালি?
কখনো আমার কথা ভেবে
জলে ভরে তোমার দুচোখ?
এইসব জানতে ইচ্ছে করে।
আর খুব একা হয়ে যাই।

অন্তিম

তোমাকে অনেক দেওয়া হলো।
সবই কি দিয়ে দিতে হবে?
সব মানে কী কী আর যদি
বলে দিতে বড় ভালো হতো।
আমার তো এরপর শুধু
রয়েছে পালক ক'টি আর
ঝলসানো ভাঙা ডানা দেহ
রয়েছে কয়েক ফোঁটা জল
জল নাকি রক্ত বোঝা দায়।
খুব ছোট এই দেহ তবু
এত বড় চিতা জ্বেলে রাখো
কেন বোঝা দায় এত ছাই
তবে কী এ শরীর ছাড়িয়ে
অন্য কিছু পেতে করতল
আদিগন্ত বিস্তৃত করেছো?

এর বেশি

দুপাশে মাটির ঢেউ মাঝে মাঝে পাতার কুটির
যতদূর চোখ যায় শস্যহীন কাঁকর খোয়াই
তাড়িখোর তাল আর খেজুরের সারি আর চিল
আর তার পিপাসার রাঢ়বুক কঠিন কুঠার
এর বেশি ছবি নেই এর বেশি কোনো গল্প নেই।
বাকিটুকু শুষে নেওয়া শোনিতাক্ত করোটি কলায়
পাহাড়চূড়োর ঘূর্ণি ছিঁড়ে জলপাতালে, ও তার
অন্ধকার কেশভার শাদা হাড় মণির গহ্বর
দেখে সংজ্ঞাহীন হওয়া অভিশপ্ত হওয়া, এর বেশি
কিছু নেই অন্য কোনো অবসান নেই। তুমি যাও।

একজন

যারা যারা এসেছিল কেউ
আজ নেই আজ কেউ নেই।
আজ যারা কোলাহল করে
তারাও নীরবে ঝরে যাবে।
শুধু একজন সঙ্গীহীন
আমাকে তাকিয়ে দেখে যায়।

আঁধার এলোকেশী

আমার দিকে তাকায় যারা সোজা
তাদের অনায়াসেই যায় বোঝা।
যারা বাঁকা চোখের ভ্রূকুটিতে—
তাদের গতি কে জানে কোনদিকে।
জ্বলুক, আলো জ্বালুক প্রতিবেশী
আমার ভালো আঁধার এলোকেশী।

উদ্ধার

আমি বুঝতে পারছি না কিছু
আমার মগজ কাজ করছে না
আমার চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে
শিথিল হয়ে আসছে দেহকোষ
খসে পড়ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
মিলিয়ে যাচ্ছে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে
শুধু বেদনার শুধু কষ্টের শুধু প্রপন্নার্তির হাহাকার
আর হাহাকার আর হাহাকার ...
অশ্রুবাষ্পময় তুমি হাসছো
তীব্র তীক্ষ্ণ শাণিত
হায় প্রেম!

বাধা

ভেবেছিলাম তোমাকে ভালবেসেই
কাটিয়ে দেব ক'টা দিন।
কিন্তু পারলাম কই।
বাধা দিল আমার নির্ভরতা
বাধা দিল আমার ভালবাসা
বাধা দিল আমার চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাওয়া
শরণাগতি।
আর আমার কিছুই করা যাবে না।

মর্ত্য অমর্ত্য

এই সূর্যকরোজ্জ্বল সকালের আলো এই হাওয়া
হাওয়ার শীতল স্পর্শ মাটি ঘাস অনাময় ফুল
এই মর্ত্য বেদনার আনন্দের—রচনা করেছে কতোকাল
শরতের এ সকাল আমি আসব আমি থাকব বলে
আমি ভালবাসব বলে বয়ে গেছে বধূসরা নদী
জ্বেলেছে সন্ধ্যার তারা সারারাত দুঃখের প্রদীপ
আমার জটিল পথে প্রান্তরে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
আমি চলে যাব বলে ক্রন্দসী ঝরায় কতো পাতা
অনন্তে মিলিয়ে যায় অনিঃশেষ অন্ধকার সিঁড়ি।

আনন্দ

বহুদিন না লেখার কষ্ট ও হাহাকারময় স্মৃতির মতো
বহুদিন না লেখার ভূতগ্রস্থ জীবন যাপনের মতো
বহুদিন ছন্নছাড়া যাযাবর পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর মতো
রাত্রি শেষ হলো।
স্বকপোল কল্পিত দুঃখের কষ্টের আবরণ ছিঁড়ে আজ
উদ্ভাসিত হলো আনন্দ।

এই আনন্দ

এই আনন্দ অশ্রুবাষ্পময় উদ্‌গত কান্নার
এই আনন্দ গলায় আটকে যাওয়া একটা আশ্চর্য দুঃখের
এই আনন্দ সমস্ত সত্তাকে গলিয়ে দিচ্ছে
এই আনন্দ ভালবাসা ও ঘৃণায় নৈঃশব্দে ও হাহাকারে
শান্তি ও অশান্তিতে এক আশ্চর্য
বিরোধাভাসের রুচিরা।

অলীক

যতো মানুষের কাছে যেতে চাই ততো দেবতার নীল আলো
আমাকে বিহ্বল করে সারারাত মন্দিরে জাগায়।

যতবার দীর্ঘ সেই তরবারি হাতে নিই, সন্ন্যাসীর ঝুলি
হু হু করে খুলে দেয় অগাধ নীলের শুধু ঢেউ।

কোথাও নিষ্ঠুর দুঃখ হাহাকার দেখাবে না আর?
আর কোনো কষ্ট নেই, আর কোনো প্রপন্নার্তি নেই!

তাহলে এ ভাঙা গ্রাম কাটা হাত বিচ্ছিন্ন পাঁজর
তাহলে এ অন্ধকার গূঢ় বিষ অশ্রুবাষ্প ভয়?

যতো এ ব্যথার পথে যেতে চাই ততো তার উপহাসময়
হাসিতে আমার ধান ঝরে যায় ব্যাকুল বৃষ্টিতে।

একদিন

একদিন একজন আমার খোঁজে আসবে বলে
নামহীন এই পথকে শিখিয়ে দিয়েছি গান
পত্রপল্লবহীন তরুশাখায় বসিয়ে রেখেছি পাখি
নদীকে বলেছি প্রতিটি বাঁকে লিখে রাখতে রহস্য
মাটিতে নেমে আসা নিচু আকাশকে বলেছি, দাঁড়াও।
একদিন একজন আমার খোঁজে আসবে বলে
অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছি অতীত ভাসিয়ে দিয়েছি ভবিষ্যত
ক্রুশের মতো প্রাক্তন প্রারব্ধ সঞ্চিত আর ক্রিয়মান
বহন করে চলেছি দহন করে চলেছি অবসান।
একদিন একজন এসে খোঁজ করবে বলে এই বাড়ী
ভাঙাচোরা ইঁট আগাছার জঙ্গল আচ্ছন্ন সংসার
আর আমার খালি হাতে ধুলো পায়ে বসে থাকা।

তিথিপুজো, ১৩৯৫

আমার আনন্দ আবার ফিরে পেয়েছি
তোমার কাছে।
আমার সমস্ত মনোকষ্ট ভীতু পাখির মতো
হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছ তুমি।
আমার অভিমান—অভিমানের পাহাড়
তোমার এক ফুঁয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।
নিমেষে খুলে গিয়েছে দশ বছরের হাজার গ্রন্থি।

আসো না আসো কাছে থাকি না থাকি
ওই অরুণ ও অম্লাবির পদতলে
আমি বসে আছি অনড়
হে জগৎ প্রকৃতির কবি, হে মনঃপ্রকৃতির পরিভূঃ,
তোমাকে ভালবেসে আমি ধন্য।

জন্মান্তর

তাহলে কি বিদায়, কবিতা?
আর আমার কোনো দুঃখ নেই
আর আমার অভিমান নেই
দাহ নেই রক্তক্ষতব্রত কিছু নেই
অব্রণ ও অম্লাবির আনন্দ এখন।

তুমি মিতবাক ছিলে দুঃখে ঋজু ছিলে।
আজ প্রগলভতা মানাবে না।
তাই, আমি যাই ধ্যানে, তুমি ব'সে থাকো
যদি ফিরে আসি আরো, কবিতা আমার,
আবার তোমাকে নিয়ে যাব
মানুষের ঘরে ঘরে।

মৃত্যুমন্ত্র

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে ওঁ মধু
আনন্দময় আমার উচ্চারণ
নদী ওষধি ও বনস্পতির বধূ
ভালো হোক ব্রাহ্মণ!
শুনে ব'লে গেল,

মধু নক্তম উতোষসো মধুমৎ
আমার ওষ্ঠে প্রকাশিত হলো যেই
চুরি হয়ে গেল পৃথিবীর সম্পদ
কাঁসাইয়ের জলে দেখলাম তোমাকেই।

চোখ

না ঘুমিয়ে সারারাত খুব নিচু আকাশ আমাকে
মাঝে মাঝে বলে, শব্দহীন হও, নিরঞ্জন জলে
নেমে ডাকে, আমি যাই, আমি ভেসে যাই।
তখন সমস্ত জ্যোৎস্না যেন কার চোখে ভ'রে ওঠে।
কার চোখ, কার? আমার সারারাত স্মৃতিতে আসে না।

নাম

আমি নাম নিয়েছি তোমার।
জ্বলে যায় আমার খামার
ভেসে যায় আমার সবুজ
উড়ে যায় মুকুট পালক—
আমি নাম নিয়েছি তোমার।
কাছাকাছি কেউ জেগে নেই
চারপাশে মুণ্ডহীন ধড়
ব'য়ে যায় গঙ্গা যমুনায়
উপনিষদের ছেঁড়া পাতা—
আমি নাম নিয়েছি তোমার।
দরজা এখন বন্ধ থাক
জানালা এখন বন্ধ থাক
বাগানে বাড়ুক কাঁটালতা
আমি নাম নিয়েছি তোমার।
তুমি আর কি কি দিতে পার?
আমি নাম নিয়েছি তোমার।

আনন্দধারা

কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ কিছুতেই কাঁসাইয়ের জলে
দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দাঁড়াবে না ভেসেও যাবে না
ধূ ধূ শাদা বালুচর উঁচু পাড় ঘুমোবার ছলে
দেখে তার রাগরস ঝর্ণাকেশরের ঋতু ফেনা
ঘুমন্ত জগৎ ফেলে ভেসে যায় অজস্র প্রচুর
চোখের পল্লব কাঁপে তারাদের লজ্জাজল তাতে
গোপবালিকার নামে কাঁদে এক প্রশ্নভারাতুর
গভীর আসক্ত যুবা আর তার সুন্দর আঘাতে
কোমল আঙুলগুলি পাষাণের রাগিনীর কোষ
ছড়ায় স্নায়ুতে রক্তে সারারাত আত্মাবীজময়
ভাসে সত্তা ভাসে স্বপ্ন ভাসে কষ্ট ভাসে অসন্তোষ
একটি অনন্ত লগ্নে দৈন্যহীন শিল্পসমন্বয়।

দৃশ্যের এপারে আমি, রাত ফেটে রক্তলাল নীলে
আনুগত্যে আসে ভোর পার্থিব আলোয় ভাসে নদী
সমর্পিত চূর্ণ রাগ রক্তিম কুঙ্কুম মালা মিলে
সৃষ্টির মহান দুঃখ বয়ে যায় আনন্দের সমুদ্র অবধি।

আজ

তিথি পুজোয় কোলাহলে তোমার কাছাকাছি
তোমার খুবই কাছাকাছি হতে পেরেছিলাম।
নদী পাথর বালি আকাশ কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার
চাঁদের জলে ভেসেছিল যেন মহাপ্লাবন।
এমন আলো আনন্দে নীল এমন গাঢ় আলো
আমি কোথাও দেখিনি ঃ আজ সত্যি নিরভিমান।

বিয়াল্লিশ

বিয়াল্লিশ বছর বেঁচে থাকা বড়ো কষ্টের
বিয়াল্লিশ বছর বড়ো বেশি দীর্ঘ এই পৃথিবীতে
বিয়াল্লিশ বছর একই শরীর একই মন একই আত্মা ...
এরপর কোথায়? এরপর কোথায়? এরপর ....!

তবু

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নিয়ে যায় কবচ কুণ্ডল
চণ্ডালের ছদ্মবেশে চিতা জ্বালে মণিকর্ণিকায়
সারাদিন পথে পথে রাতে ঘরে মুখোশের ভয়
শুধু পরিত্রাণহীন ভেসে যাওয়া ভেঙে ভেঙে যাওয়া
কেবল মাটিতে নেমে ছুঁয়ে যায় ব্যথিত আকাশ
স্পর্ধায় সাহসে ফোটে শীর্ণ ডালে অলৌকিক জবা।

খুব রাতে

আমি খুব ভালো আছি এই তবে তোমার উল্লাস!
তোমাকে হেনস্থা আর করব না, জয়!
উদ্বাহু মেলার ভিড়ে রাজপথে দেব শুধু, জয়।
আর খুব রাতে একা তুমি এলে
আরও নিচু স্বরে
যে কথা বলেনি কেউ কোনোদিন, শোনাবো, সুন্দর।

মুহূর্ত

এইসব দিন রাত কোলাহল জয়
এবার মিলিয়ে দাও, নীরবতা, এসো
মুখে বুকে হাত রাখো হাতে হাত রাখো
নীরবতা, তুমি এসো নিরভিমানের
দুর্লভ মুহূর্তে আজ এসো তুমি আচ্ছন্ন বিহ্বল।

সময়

সময় ফুরিয়ে যায় দ্রুত। আর সে রকম সকাল আসে না।
দুপুরগুলিও আর সে রকম নেই এই বিকেল রাত্রিও।
খুব দ্রুত সরে যায় ছায়া খুব দ্রুত ছুটে আসে ঢেউগুলি
নিচে নেমে এসে ছায় সর্বাঙ্গ আকাশ চুপিচুপি। আমি যাই
অন্ধকার ঘন হলে গূঢ় জলে দেখে নিতে কতো দেরি আর।

ছুটি

কি দ্রুত যে ছুটি ফুরিয়ে গেল
সরে গেল রোদ্দুর মিলিয়ে গেল ছায়া
বাগানে হারিয়ে গেল কাঠবিড়ালী
হলদে পাখিটিকে কোথাও দেখছি না
জানলায় এসে ঘাড় ফুলিয়ে বসেছে কাতর চড়ুই
আকাশে পেন্সিল স্কেচ শুশুনিয়া
তার ওপারে আমার ইশকুল
কান্ট স্পিনোজা ব্ল্যাকবোর্ড।

দিনান্ত

দিগন্তের ওপারে সূর্য মিলিয়ে যাচ্ছে
আকাশে মেঘে মেঘে মন্দ্রিত বেদনা
প্রান্তরের ছায়া পর্বতের আড়াল
অরণ্যের রেখা
আর ঘরে ফিরতে না পারা পথিকের ব্যাকুলতার মতো
মৌন
রহস্যময় নির্ভয় শাদা সিঁথি-পথ
আর হাওয়া হাহাকার।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো তুমি বলোনি।

ছল

যত দ্রুত বেলা যায় তত ধীরে ঘন হয় মন
অন্ধকার ছেয়ে আসে জন্মান্তর স্মৃতির মতন
একটি ব্যাকুল নীল নক্ষত্রের থরো থরো ভয়
জেগে ওঠে নদীতীরে দুজনের প্রেমের সময়
কিছু কি ফুরিয়ে গেল? কিছু গেছে? জলে
গন্ধেশ্বরী নদী যায় ভেসে ভেসে মায়াবিনী ছলে।

উঠে আসে

উঠে আসে সেইসব জলজ আদিম
শব্দস্পর্শগন্ধময় বর্ণমালা স্মৃতি
মৃত ঘাস পাতা আর হাহাকার আর
সেইসব যন্ত্রণার মায়াবী দুপুর
উঠে আসে শিরা ছিঁড়ে শিখামুখ ছিঁড়ে
তরল আগুন জল পাতাল ভরানো জলরাশি
আমি চুপ চেয়ে দেখি চাঁদ ডুবে গেলে
উঠে আসে ধোঁয়া ঋতু রাত-রাগ-রস
জোনাকির কামপুঞ্জ সোনার কলস
আর রাত্রি ফেটে গেলে প্রতি রোমকূপে
রমণের অনুভূতি ঃ ওঁ হ্রীং ঋতং

পিতৃযান

আমাকে পুত্রেষ্টি করে লাভ করেছিলে
তাই আজ অন্তঃসলিলা নদীতে
রেখে গেলাম আমার নিবাজ
আমার পুন্নাগ
হে নিরাকুল পিতৃপিতামহ
এই দুরুত্তীর্ণ অন্ধকারে আমাকে রেখে গেছ
এবার জিজীবিষা থেকে ত্রাণ করো
সচরাচর আমি বিলপমান
আমাকে প্রীয়মান সংসার থেকে ত্রাণ করে
প্রিয়চিকীর্ষু পৃথিবী থেকে ত্রাণ করো
তোমাদের জন্য রইল নিবাজ পুন্নাগ সতিলোদক তর্পণ।

অসময়

তোমরা যা বলতে চাও আমি সব বুঝি।
আমি যা বলতে চাই তা তোমরা বোঝো না।
এখন সোজাসুজি বলার সময় নয়।
এখন চাঁদের চারপাশে কলঙ্ক শোভা অপনয়।

প্রার্থনা

সেই মুহূর্তটি হোক স্থির।
সেই আমি মাথা নিচু বসে
তুমি হাত রেখেছ প্রেমের
তুমি হাত রেখেছ প্রেমের
তুমি হাত রেখেছ দুহাতে
জলভারে নিবিড় কাঁসাই।

দুই নদী

গন্ধেশ্বরী থেকে কাঁসাই
এই মাত্র যাত্রাপথ
মাঝখানে উষরতা
মাঝখানে পাথর
শুধু ঘাসে পাতায়
ফোঁটা ফোঁটা হেমন্তের শিশির।

একেকদিন

এক একদিন মনে হয় কোথাও কোনো দুঃখ নেই
ডানাভাঙা পাখিটিও আনন্দের গান গাইছে
আনন্দ-রোদনে মগ্ন পথের ভিখিরীও
পাথরে মাথা ঠুকে মরা নিষ্ফল যুবকও
হাসিমুখে বলে, যাই
একেকদিন মনে হয়, কেউ নেই কেউ ছিল না
শুধু আনন্দ ধারা শুধু আনন্দ নদী
ক্রন্দসী ও
আনন্দে রোরুদ্যমানা
একেকদিন বুকের সমস্ত হাড় থেকে ফুটে ওঠে
আনন্দের ডালপালা
আনন্দের ফুল।

দিন

ভেতর থেকে উদ্‌গত হয়ে আসে ব্যাকুলতা
অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন আকাশ
ক্রমশ একলা হতে-থাকা জীর্ণ গাছে কুয়াশা
আর নদী
আর বালি আর পাথর আর কঙ্কাল
আর তীরে বসে থাকা আমার
ভীতু পাখির মতো স্বপ্ন।

মাঝখানে

আমাদের মাঝখানে শুধু থাক আকাশের নীল
আমাদের মাঝখানে শুধু থাক বেদনা অপার।
মাটিতে নামুক মেঘ বৃষ্টি ঝড় বিদ্যুৎ সজল
শস্যশিহরিত মাঠ খরায় বিদীর্ণ মাঠ আর
আলো আর অন্ধকার জন্ম আর মৃত্যুর পাথার।

স্মৃতি

ভুলে যাব মনে রাখব না
এই কষ্ট দাহ তাপমান
অসাবধানে ফেলে সোনা
এই কাঁচ কুড়োনো অম্লান

ভুলে যাব মনে রাখব না
এই সুখ শান্তি যশোধারা
হাজার বারের আনাগোনা
নষ্ট স্মৃতি স্পষ্ট দিশেহারা

অফুরন্ত স্মৃতি লুপ্ত শুধু
চল্লিশ বছর করে ধূ ধূ।

স্রোত

সারারাত জলতলে শুয়েছিল সেই সন্ন্যাসিনী
সারারাত তার মাংস মজ্জা মেধ ধ্যান ও সন্ধান
স্রোতে চেটে খেয়েছিল জলস্রোতে অন্ধকার রাতে
একটি জোনাকি শুধু ভেসে গিয়েছিল, আমি জানি,
শুধুই এটুকু গল্প আর কিছু ছিল না সেখানে।

স্মৃতি

আমি কি সেই অসচেনক তাকে
দেখেছি? আজ পড়ে না কিছু মনে।
একটি পথ যেখানে ঠিক বাঁকে
সেখানে নাম লিখেছি ক্রন্দনে।

আমি কি সেই বিলাপমান মুখ
দেখেছি? আজ পড়ে না মনে কিছু।
তবে কে তবে এখনো উৎসুক
চলেছে পথে ভোরের পিছু পিছু!

শালবন

ধীরে ধীরে সরে যায় কুয়াশার জাল
শাদা স্বচ্ছ মুখখানি আনন্দ নদীর
তুলে ধরে রোদ্দুরের আরক্তিম হাত
হাওয়া স্পর্শ করে এসে শিথিল বসন
জবাকুসুম সংকাশ বলে শালবন।

যৎসামান্য

যেক'টা দিন সামনে এখন যেক'টা দিন উপর্যুপুর
না পড়া বই না শোনা গান দুঃখী এবং পূর্ণ দুপুর
শীত আসে আর গ্রীষ্ম আসে বর্ষা বারমাস্যা সবই
এক নিয়মে—কেবল আমার সামনে অনড় একটি ছবি
ধুলোয় বালিয় মুখ ভেঙে যায় রঙ জ্বলে যায় শুকনো হাওয়া
ছোলাডাঙার বাস্তুভিটেয় বসায় নখর তীক্ষ্ণ থাবা
সোনার ধানের শিষ ঝরে শেষ এই ক'টা দিন শুকনো খড়ে
মাঠ জ্বলে যাক মাঠ জ্বলে থাক খরায় এবং ঘূর্ণী ঝড়ে
যেক'টা দিন সামনে এখন মুঠোয় কাঁপে চাঁদের কটি
আমার বাড়ী? ক'খানা ইঁট, চিলতে বাগান, নতুনচটি।

শাদা পাতা

এই ক'টা পাতা শাদা থাক
এই শেষ মাত্র ক'টা পাতা
দেখ, নীল আকাশ নির্বাক
মধুকূপী ঘাস তুলেছে মাথা

সকাল ছড়ায় শিউলি ফুল
সন্ধ্যা গাঁথে তারাদের মালা
শ্রাবণের আকাশ আকুল
রাত্রি ফেটে হলো ফালা ফালা

তুমি আর ঝুঁকে নিচু হয়ে
হিজিবিজি লিখোনা, এবার
পড়ো বৃষ্টি অমল অন্বয়ে,
দেখ, কী আনন্দ পারাবার

দেখ, কী উত্তাল কান্না ভয়
পেরিয়ে মানুষ উঠে আসে
তার প্রেম পরিত্রাণ ভয়
দেখ, শীর্ষ তুলেছে আকাশে।

সন্ন্যাস

তাহলে কিছুই ভুল নয়?
কী কষ্টে কী মনোকষ্টে দিন
কেটেছে, প্রত্যহ পরাজয়
অন্ধকার হাহাকার ঋণ—

তুমি তাই জ্বেলেছ গোধূলি
রাত্রি ফাটিয়েছ দৃষ্টিপাতে
কী করে সেসব আজ ভুলি
চমকে উঠি স্মৃতিলিপ্ত রাতে

তাহলে সরিয়ে নাও ছায়া
আমার নিজস্ব অধিকার
রচনা করুক মহামায়া
আলোল রসনা বাসনার

আসক্ত মুঠোয় শস্য নারী
তরল আগুন বারোমাস
বর্শামুখ মৃত্যু সারি সারি
অগ্নিময় আমার সন্ন্যাস।

আমার ঈশ্বর প্রতারক
বিশ্বাসঘাতক যদি বলি
তুমি হয়তো কিছুতে মানবে না।

তুমি যা জেনেছ তিনি তাই?
আমি যা দেখেছি সে কী ভুল!

গ্রাম

এখনও তোমার চোখে লেগে আছে সজলতা
তোমার দেহে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
তোমার হৃদয়ে নিবিড় আন্তরিকতা
সর্বাঙ্গে সরলতার সুধা, সৌন্দর্যের খনি
আমার শান্তি আমার তৃপ্তি আমার আনন্দ।

পথ

যাবার একটিই মাত্র পথ, ফেরার অনেক।

এখন একটিও নদী নেই যাকে ডেকে শুধাবো কোথায়
পড়ে আছে আমার সংসার ভাঙা গ্রাম লোনা ইঁট বাড়ি
কোথায় নিহত মুখে রোজ ফুটে ওঠে নীল অভিশাপ
জলে ডুবে দম বন্ধ হাওয়া লুটায় পাথরে সিঁড়ি তলে।
এখন একটিও সাঁকো নেই তোমার নিকটে চলে যেতে
শুধু ভয় শুধু রাত্রিময় বৃষ্টি শুধু প্রতিস্পর্ধী ঢেউ
বন্ধু নেই বন্ধুর নিবিড় হাত নেই নেই শুশ্রূষার শান্তি গান
এখন কোথাও আলো দেখি না বুদ্ধের মতো দুটি দীর্ঘ চোখে।

সম্মেলন

সভায় থিক থিক করছিল ভিড়
দুর্গন্ধে ভরে উঠেছিল সারা ময়দান আকাশ
সভাপতির আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক শেয়াল
অনুষ্ঠানসূচী পড়ে যাচ্ছিলেন
মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কাক শকুন চিল
গম্ভীর পেঁচা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন
চারপাশে মাকড়সা চারপাশে মাকড়সার জাল
সত্যি মনে করে উড়ে যেতে পারেনি ভীতু চড়ুই শালিখ
কান দুলিয়ে হেসেছে গাধারা
হাততালি দিয়েছে লোমশ হাতে হনুমান
আড়মোড়া ভেঙে ইতিউতি তাকাচ্ছিল
মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে বন পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আসা
অসংখ্য গবাদি পশু ফ্যালফ্যালে চোখে
তাদের ছবি তুলছিল শহর
কাগজের ব্যবসাদার।

আবার তোমাকে

ফিরিয়ে দেব বলে আবার নিচু হয়ে
কুড়িয়ে জড়ো করি যা কিছু ছড়িয়েছি
যা কিছু উড়িয়েছি আগুনে পুড়িয়েছি
ক্রোধে ও উল্লাসে জটিল জন্মের

ফিরিয়ে দেব বলে শ্মশান-যন্ত্রের
অকাল ভৈরবী আলোল কালো চুল
করোটি কঙ্কাল শৃগাল ঘিলু দীপ
পালক জবাফুল আমার মৃতদেহ

ফিরিয়ে দেব বলে এমন লেলিহান
আহুতিলোভী শিখা আকাশ ছুঁতে চায়
প্রবল জল টানে পাতালে মূলাধার
জড়ায় পাকে পাকে দীক্ষা-দশ আঙুল

ফিরিয়ে দেব বলে আবার নিচু হয়ে
ওষ্ঠ পান করি টেনে নি উতরোল
বিশ্বগ্রাস ওই মায়াবী কালোচুল
ঘৃণার পিঠ ছিঁড়ে ফোটাই তোমাকেই।

একদিন

একদিন এই সকাল এসে কড়া নাড়বে
কেউ দরজা খুলবে না
কেননা তা খোলাই
মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে দাওয়া
পড়ে থাকবে মেঝের ধুলোয় পালক
লেখার টেবিলে
উদগত শব্দের মতো
ভাঙাচোরা শব্দ
শুকনো কলম
দুমড়ানো কাগজ
আর ছড়ানো ভস্মের ভিতরে

সন্ন্যাসী হাওয়া

সন্ন্যাসী হাওয়ায় উড়ে যায়
শুকনো পাতা ল্যাভণ্ডার বনে
গেরুয়া রোদ্দুরে পুড়ে যায়
সুখ ব্রহ্মচারিণীর মনে

ধ্যানী মৌন পাথরের টিলা
লীলা চঞ্চলতা নদী আর
একজন বুঝেছে অছিলা
রক্তলিপ্ত যম-যন্ত্রণার

সন্ন্যাসী হাওয়ায় উড়ে যায়
ধর্মাধর্ম উড়ে কালো চুল
অঘোর তান্ত্রিক মাংস খায়
খায় অস্থি মজ্জা যোনিমূল

তুমি

তুমি আমার তরল আগুন
তুমি আমার সর্বনাশ
তুমি আমার রোদনভরা
ব্যাকুলতার চৈত্রমাস।

সকল চাওয়ার মধ্যে তোমার
তোমারই মুখ ফুটছে যে
সকল মায়ার আড়ালে ওই
সত্য জেগে উঠছে যে।

জন্ম তুমি মৃত্যু তুমি
এবং তাহার মাঝখানে
তুমি আমার সংসারে সুর
ওতপ্রোত সব গানে।

আত্মার টুকরো
বুড়ো আমের ডালপালায়
বহুদিন আগেকার বৃষ্টি বিন্দু
একদিন এই সকাল এসে
মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন করে দেবে পৃথিবী।

চিঠি

পৃথিবীতে একবার মাত্র চিঠি এসেছিল
এই ধূলোবালি পাথর মাটির পৃথিবীতে।
সেই চিঠি মাত্র একবারই আসে।
ঠিকানা ঃ ছোলাডাঙা
পোঃ মানকানালি
জেলা বাঁকুড়া।
গন্ধেশ্বরী নদী, বাবুরপাটির মাঠ, বাদার আখবন
জানকির বাঁধের খাল
পেরিয়ে পেরিয়ে দুলতে থাকে লণ্ঠন—
পচাই ডাকপিয়ন এখন কোথায়?
সেই প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের জটিল অন্ধকারে
একবারই মাত্র দাঁড়িয়ে থাকে একজন
সেই সন্ধ্যা আর কোনোদিন আসবে না
ওই ভাষা বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে
ওই চিঠি আর আসবে না কখনো।

দেশ

আমার সর্বাঙ্গে তোমার দুঃখের চিহ্ন
তুমি আমার মা।
তোমার গলায় আমার উদ্‌গত কান্না
আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছি।
আমার আর তোমার কাছে যাবার উপায় নেই।
পুড়ে গিয়েছে সনাতন সাঁকো
উড়ে গিয়েছে পাপবোধ অপরাধবোধ।
আমাদের আর দেখা হবে না, মা।

অতিব্যক্তিগত

১. মাটির কোঠায় ছিল ঘন রাত
বাইরে ধূ ধূ ধান ক্ষেত নদী
আর ছিল আমাদের অফুরান কথা।

২. মনে পড়ে সেই বুড়ো অশ্বত্থ, পুকুর?
কয়েকটা দিনের জন্যে
তোমাকে ...
তোমার
মনে পড়ে, রেবা?

৩. তুমি ছিলে তোমার চারপাশে
মজা দীঘি শ্যাওলা দাম জলজ উদ্ভিদ
জোনাকি সবুজ পাতা তরল আগুন
বিহ্বল বেদনাময় আনন্দ আমার।

৪. বার বার সেই গ্রাম ফিরে আসে রাতে
আমাদের কোনো কিছু কথা ছিল, রেবা,
আমার তো মনে নেই, তোমার? তাহলে
সেই মাঠ কোঠা এসে রেখে যায় অভিমান ভার!

চুড়ো থেকে

আজ আমার পড়াতে ভালো লাগছিল না
কান্ট স্পিনোজা ডেকার্ট এর কচকচি নিয়ে
ভারাক্রান্ত করতে ইচ্ছে করছিল না ছেলেমেয়েদের
তাই অদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের চুড়োয়
গড়িয়ে পড়া রোদ্দুর দেখাচ্ছিলাম ওদের
আকাশ মুচড়ে ঝরে যাওয়া নীলে ভরিয়ে দিচ্ছিলাম ওদের জামাকাপড়
ধান ক্ষেত উঠে আসা গন্ধে টলতে টলতে
ওরা বলছিলো, স্যার, ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?
আমি বলছিলাম, বলির বাজনা।
সমস্ত ক্লাশরুম স্তব্ধ জানলায় চড়ুইগুলো পর্যন্ত চুপ
শুশুনিয়া পাহাড়ের চুড়ো থেকে
গড়িয়ে পড়ছিল রক্তস্রোতের মতো রোদ্দুর।

অন্তিম

আমাকে তোমরা লিখতে বলো না হাহাকার
আমাকে তোমরা লিখতে বলো না সংঘাত
বলো না সংঘর্ষ মিছিল
আমি অন্নহীন দিন জানি
বেকারত্বের গ্লানি আমার জানা আছে
জানা আছে সমস্ত রকম জাল
ভণ্ড আর ধূর্ত প্রতারক ও ঘাতক
দেখেছি শেয়াল শকুন ও কাকেদের মাতব্বরী
সারি সারি অসংখ্য মুখোশ
আমাকে তোমরা লিখতে বলো না আগুন
আগুন আমার ভালোভাবে দেখা আছে
লিখতে বলো না আর ওইসব সব চতুর তামাশা
আমার ভালো লাগে না—
এই কাঁসাই, এর ক্ষীণ স্রোত, জলের শব্দ
আর কিছু নেই কোথাও কিছু নেই
আমি চুপচাপ বসে থাকব।

এক একটি দিন

এখন এক একটি দিন খুব গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ
এক একটি দিন জীবনের থেকে ঘনিষ্ঠ মৃত্যুর থেকে অনিবার্য
এক একটি দিন অনন্ত সময়সমুদ্রের অলৌকিক উত্থান
এক একটি দিন দেশকালাতীত
দুঃখের হাহাকারের আনন্দের।

করপুট

এই সুখ এই দুঃখ এই জন্ম ব্যাকুল বেদনা
নির্মাণ করেছি যত্নে, শুধু হাতে আমি ফেরাবো না
কাউকে। সবাই থাকো, আমি মাত্র দুটি করপুটে
দেখাবো কেমন করে জন্ম আর মৃত্যু ফুটে উঠে।

যদি

মাঝে মাঝে যদি দেখা হতো
মাঝে মাঝে যদি সব ভার
নামিয়ে এ রক্তক্ষত ব্রত
নেওয়া যেত জীবনে আবার!

মাঝে মাঝে যদি দুটি চোখে
দেখা যেত আশ্বাসের ছবি
যদি সেই বৃষ্টির আলোকে
স্নান করে নিত এই রবি

আজও ক্ষীণ বিশ্বাসের ভেলা
ভাসাই কুটিল কালো জলে
জীর্ণ হলে শরীরের বেলা
সহসা কখনো কোনো ছলে

যদি এই অন্ধ যবনিকা
দুহাতে সরাতে একবার
তোমার ইচ্ছার দীপশিখা
যদি জ্বলত হৃদয়ে আমার।

সহযাত্রী

আমি যখন লাফ দিয়ে উঠি
আমার চারপাশে ওরাও উঠে পড়ে
আমি ঝুলতে থাকি
ওরাও
আমি দাঁড়াবার জায়গা পাই না
আমার কাঁধে ওদের ভার
আমার ঘাড়ে ওদের নিঃশ্বাস
পায়ের পাতায় পা
গর্জনে কোলাহলে আমি চোখ বন্ধ করে থাকি
সময় গড়িয়ে যায়
সময় গড়িয়ে যেতে থাকে টায়ারে পিচে আর্তনাদে
আমি লাফিয়ে নামি
ওরাও নেমে পড়ে
আমি হেঁটে চলি
ওরাও চলে যায়
একা হাঁটতে হাঁটতে
চারপাশে ওদের আর পাই না।

বারোমাস

আরে মশাই, দেখতে পান না, সরুন না—
ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে
আমি সরে যেতে থাকি
দাদা, নামুন না
আমি নেমে যেতে থাকি
আমি ধাক্কা খেতে খেতে
চলে যেতে থাকি
বাঁকুড়া থেকে ঝাঁটিপাহাড়ী
ঝাঁটিপাহাড়ী থেকে বাঁকুড়া
ধুলোয়, ধোঁয়ায়, ভিড়ে, ছেঁড়া পাতায় বারোমাস ...

জল

তুমি এসেছো
আমার সঙ্গে দেখা হলো না
তুমি খুব ব্যস্ত
আমিও
নির্জন সাঁকোয় শীত
জ্যোৎস্না
অনেক নীচে
জল।

এখনও

এখনও পায়ের পাতা ভেজে না তোমার জলে, আমি
আজও একবার এসে বসে আছি বহুদিন পর
সেই অন্ধকার আছে নিচু হয়ে ঝুঁকে উঁচু তীরে
শিমুলের ডালপালা বেয়ে নামে ভয়ের বাতাস
নবাঙ্কুর ইক্ষুবন কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না ... আজি জ্যোৎস্না রাতে ...
এখনও তোমার চিতাচিহ্ন আঁকা শাদা বালুবেলা
মহাসময়ের নীলে যেতে যেতে কেন বসে আছো
আমার স্মৃতির পুঞ্জ বুকে নিয়ে ঃ বহুদিন পর
এসেছি নিতান্ত ছলে, ফিরে যাব, মনে রাখব না,
তথাপি রেখেছ জল অশ্রুবাষ্প মমতা শুশ্রূষা!

এখনও পায়ের পাতা ভেজে না তোমার জলে, বালি
চিতার মতন, নিভে ছাই আমার স্বপ্নের মতন
অশ্রুবাষ্পে জেগে আছ একা একা ঃ আমি ফিরে যাই।

নদী

আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো গন্ধেশ্বরী
আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো কাঁসাই।
একজন আমার জন্মের হাহাকার অন্যজন মৃত্যুর
জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে আমার জন্যে
কেউ অপেক্ষা করে নেই
আমি একদিন দুজনের কাছেই যাব
অথবা কারো কাছেই দাঁড়াব না
তবু আমার জন্য একটু জায়গা রেখো, নদী।

এক একদিন

এক একদিন সকাল থেকেই বুকের আকাশ ভারি হয়ে থাকে
অকারণ হাওয়া আর মেঘ আর বৃষ্টি
জানলা খোলা দরজা খোলা
সব উড়ে যেতে থাকে ভিজে যেতে থাকে

উঠে গিয়ে কিছু কুড়োতে ইচ্ছে করে না
বন্ধ করতে না
এক একদিন সারাটা দুপুর শুধু হাহাকারে ভরে যায়
অথচ কোথাও কিছু নেই
কোথাও কোনো দুর্যোগের চিহ্ন নেই
এক একদিন কোথাও যেতে ইচ্ছে চলে যেতে ইচ্ছে করে
যেখানে আমার রোরুদ্যমান হৃদয় শান্ত হয়ে পড়বে
আমি নির্ভয় নিশ্চিন্ত শিশুর মতো
ঘুমিয়ে পড়তে পারব
এক একদিন .....

ওরা

সেই মাঠ সেই পথ সেইসব দুপুর বিকেল
কখনো কেউ কি পারে নষ্ট করে দিতে, কেউ পারে?
তাই আজও নিচু হয়ে কাছে আসে রাতের আকাশ
কথাহীন ওষ্ঠপুটে তৃষ্ণা কাঁপে তারাদের সাথে
ভালবাসা ঘন হয় আজও রোমাঞ্চিত হয় দেহ
ওখানে কে বসে থাকে কারা শুয়ে থাকে সন্ধ্যাবেলা?
সময় পারে না ওই দুজনের কাছাকাছি যেতে
এখনও পারে না শীত নষ্ট করে দিয়ে যেতে আজও
সেই মাঠ সেই সন্ধ্যা ওদের নীরব সেই ভাষা
রাতের আকাশ এসে খুঁজে ফেরে, ওরাও কি? তবে
জীবন কি নিয়ে গেছে ঢের দূর? যতদূর গেলে
সবাই ফেরে না? ওরা সেই মাঠে প্রেম গেছে জেলে।

সন্ন্যাস

এখন যখন অনায়াসেই ওদের একহাত দেখতে পারি
তখন আমার রাগ চলে যায় প্রতিশোধের মন থাকে না
একটা হিহি হাসির শব্দ আকাশ পাতাল কাঁপায় ওদের
চমকে দিয়ে, বুকের ভিতর একটা পাগল মেহের আলী
হঠাৎ চেঁচায়, শীর্ণ ডালে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় চড়ুই
লাফায় ঘাসে গঙ্গাফড়িং
রোদ সরে যায় বৃষ্টি থাকে

যখন আসে শেয়াল শকুন পেঁচারা আজ আমার সঙ্গে
কুশল বিনিময়ের জন্যে করতে চায়ের নেমন্তন্ন
রক্তমাখা নখ ঢেকে এই ঘরের ভিতর সোফায় বসে
যারা আমার চোখ থেকে রোজ একটু একটু দৃষ্টিশক্তি
যারা আমার বুক থেকে রোজ পাঁজর এবং রক্তমাংস
খুবলে নিত মিশিয়ে দিত নীল হলাহল যৌবনে রোজ
তাদের ওপর রাগ করি না, ঘুমোয় ঠাণ্ডা সিসের গুলি
কেবল একটা মেহের আলী বুকের ভিতর চেঁচায়, শোনে
ঝাউয়ের ডালে চড়ুই পাখি, ঘাসের বনে গঙ্গাফড়িং
ছিন্ন-স্মৃতি ব্যাকুল হাওয়া অন্ধকারের বিহ্বলতা।

কাল

কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি।
যেতে পারি—
কেননা, ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা বলা মুশকিল
আর তাছাড়া
গিয়ে দেখব তুমি কথা বলছ অন্যের সঙ্গে
আমড়াগাছি গল্পে
আমি বাইরে বারান্দায় বসে আছি
বসে আছি
সন্ধে হলো
তোমার ধ্যানের সময়
প্রায়ই এরকম ঘটে।
তবু কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে
আজ ঘুমোতে যাচ্ছি।

ভুরিদাঃ জনাঃ

তোমার কথা শোনার জন্যে বারান্দায় রোদ্দুর এসে শুয়ে থাকে
ছায়া সারাদিন দীর্ঘ থেকে হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ হয়
চুপচাপ ডালে বসে থাকে চড়ুই বাবুই খঞ্জনা
তোমার কথা শুনতে নিচু হয়ে নেমে আসে আকাশ
মাটি আর আকাশের মাঝখানে কাঁপতে থাকে তরঙ্গ

বেঁকে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় নদী
পত্রপল্লবহীন শীর্ণ ডাল মেলে দাঁড়িয়ে থাকে পথতরু
বুকের পাঁজরে নাম লুকিয়ে বসে থাকে ক'খানা ইঁটের বাড়ী
তোমার কথা শোনার জন্যে অনন্ত জন্মের যন্ত্রণা পাথর
তোমার কথা শোনার জন্যে অনন্ত মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্র
তোমার কথা শোনার জন্যে জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে বসে থাকা
সমস্ত সত্তা মুচড়ে ওঠে শোনার জন্যে শুধু শোনার জন্যে
শুধু তোমার কথা শোনার জন্যে।

আনন্দমন্ত্র

হে আনন্দস্বরূপ, তুমি আমাকে সহজ করো
জগৎ ও জীবনের জটিলতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাকে
সহজ না হলে তোমাকে কোনোদিন পাবো না
জ্ঞানে নয় তর্কে নয় বিচার বুদ্ধিতে নয়—
আনন্দ ছাড়া তোমাকে পাব কী করে!
ফুল ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে শিখিয়ে গেল
আকাশের সমস্ত তারা সারারাত জেগে বলে গেল
তোমার অফুরান সুন্দরের আয়োজন
আমার অঙ্গনে ঝরে পড়ল
আকাশ ও মৃত্তিকার মাঝখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল অপেক্ষার দূত
হে আনন্দ, তবু আমার বধিরতা ঘুচল না
তোমার অনন্ত অপেক্ষা আমার মগ্নচৈতন্যে উদাসীন!
আর দেরি করো না, তুমি এসো
হে গোপন, হে সুন্দর, হে আনন্দ, হে নীরব, তুমি এসো
হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও
আমার আহত ব্যাকুলতা নিঃশেষ করে দেখা দাও।

আনন্দধারা

এইভাবেই এসো তবে, এভাবেই চলে যেয়ো, আর
কিছুই বলব না আমি, তুমি চলে গেলে এই ঘরে
আবার আচ্ছন্ন করে ঢেকে দেবে সোনার সংসার
আবার সমস্ত রাত রক্তরাগে জ্বলে যাবে ঝরে।

ঝরুক, তবুও ভেসে যাবে না জলজ স্মৃতি হিম
কোনো ঝড় নেভাবে না এই আমার নির্জন পিদীম
আমি ঠিক বুঝে নেবো সংসারের সোনার মুকুটে
তুমি সমস্ত্যক মণি হয়ে জ্বলছো ফুল হয়ে ফুটে।

এভাবেই এসো তুমি ঃ আমার আনন্দধারা জয়
আমার আকাঙ্ক্ষা কান্না প্রপন্নার্তি এ জীবনময়।

রাত্রি

এখানে থাকে না কেউ, শেখানো দরজা এই বলে
আমাকে ফেরালো, আর ততক্ষণে রাত্রির নিবিড়
কাঁসাইয়ের কালো জলে নেমে গেল যেন খেলাচ্ছলে
একটি নির্বাক মৌন করপুটে অন্ধকার তৃষ্ণার তিতির।

এখানে ছিল কি? আমি ছোট্ট এই প্রশ্নের আঘাত
অজান্তে ছুঁড়ে দি' জলে তারায় তারায় বনে বনে
কী কাতর অনুনয়ে দুটি স্বচ্ছ রুপোলি ও-হাত
আমাকে নিষেধ করে ভেঙে ভেঙে আশ্চর্য ক্রন্দনে!

আর কেউ জানলো না। প্রতিটি আশ্রমতরু ঘুমে অচেতন
অশ্রুবাষ্পময় মেঘে দেবতারা আত্মারা আকুল
জানবে না কংসাবতী পাথরের দেবমূর্তি ল্যাভেণ্ডার বন
কেন ভেসে যায় চূর্ণ রক্তরাগ কুঙ্কুম সুগন্ধী কালো চুল।

বহুদিন পর

বহুদিন পর তুমি এসেছিলে আমাদের ঘরে
আমরা যে কী রকম খুশী তুমি হয়তো জানো না
এসে চলে গেছ তবু সারা ঘরে সুগন্ধ তোমার
যেন তুমি আছো তুমি রয়েছো এ অনুভবে মন
আচ্ছন্ন নিবিড়—যেন রাত্রি যায়, হে সুন্দর, আর
কোনো প্রপন্নার্তি নেই ক্ষুব্ধ হিম রাত্রি নেই
এখন সকাল।